



বিদ্যুৎ সরবরাহ সেচ কার্যক্রম-২০২২



মুজিববর্ষ-বিদ্যুৎ বিভাগের সেবা বর্ষ



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যা, জ্ঞানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আমার কাছে ক্ষমতা মানেই হচ্ছে
জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন করা।

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



মানুষের জন্য প্রশাসন, প্রশাসনের জন্য মানুষ নয়।

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঘরে ঘরে বিদ্যুতায়ন, জাতির পিতার স্বপ্নপূরণ



মুজিববর্ষ-বিদ্যুৎ বিভাগের সেবা বর্ষ



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

বৈদ্যুতিক সেচ কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ	০৩
ভূমিকা	০৪-০৬
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুতের প্রভাব	০৭-০৮
সেচ কাজে জনপ্রিয় ওয়েট এন্ড ড্রাই (AWD) পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ধারণা	০৯
কৃষিতে সরকারের নির্দেশনা	১০
সরকারের নির্দেশনার আলোকে সেচ মৌসুমে বিতরণ সংস্থাসমূহের করণীয়	১০
সেচ মৌসুমে কৃষক ভাইদের করণীয়	১১
সংস্থাত্তিক ও অঞ্চলভিত্তিক সেচ পাম্পের বিস্তারিত তথ্য	১২-১৩
আসন্ন সেচ মৌসুমে (২০২২) বিদ্যুতের চাহিদা	১৪
বিদ্যুৎ উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা	১৪
সার্বিক বিদ্যুৎ চাহিদা ও উৎপাদন পরিস্থিতি	১৫-১৬
২০২২ সালে সেচকার্যে সম্ভাব্য বিদ্যুৎ চাহিদা ও উৎপাদনের গ্রাফ চিত্র	১৭-১৯
লোড বন্টন	২০
সেচের জন্য বিদ্যুতের মান	২১
সেচ মৌসুমে লোড ম্যানেজমেন্ট	২১
সেচ পাম্প বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য সংস্থাসমূহের করণীয়	২২-২৩
গ্রীড ভিত্তিক লোড রেশিও নির্ধারণ	২৪-২৯
উৎপাদন পূর্বাভাস সংরক্ষণ সিডিউল	৩০-৩৫
উৎপাদন অনুসারে অঞ্চল ভিত্তিক লোড বন্টন চার্ট (দিবা, সন্ধ্যা ও সেচ)	৩৬-৩৯
উৎপাদন অনুসারে গ্রীড উপকেন্দ্র ভিত্তিক লোড বন্টন চার্ট (দিবা পিক)	৪০-৪৬
উৎপাদন অনুসারে গ্রীড উপকেন্দ্র ভিত্তিক লোড বন্টন চার্ট (সন্ধ্যা পিক)	৪৭-৫৩
উৎপাদন অনুসারে গ্রীড উপকেন্দ্র ভিত্তিক লোড বন্টন চার্ট (সেচ পিক)	৫৪-৬০
সেচ মৌসুমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা মনিটরিং কমিটিসমূহ	৬১-৭৩
যোগাযোগের মোবাইল নাম্বারসমূহ	৭৪
বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক বিদ্যুৎ গ্রাহকগণের প্রতি আহবানকৃত বিজ্ঞপ্তি	৭৫
প্রকাশনা ও সম্পাদনা কমিটি	৭৬

বৈদ্যুতিক সেচ কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ

বিদ্যুৎ খাতের সামগ্রিক অগ্রগতির ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ইতোমধ্যে ২৫,২৩৫ মেগাওয়াট অতিক্রম করেছে। কৃষি, শিল্প, রপ্তানী খাতসহ সকল ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক গতিশীলতা বজায় রাখতে বিদ্যুতের বর্ধিত উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সেচ মৌসুমে বিদ্যুতের যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক লোড ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়নের ফলে সেচ সংযোগে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রম এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলশ্রুতিতে বিগত কয়েক বছর ধরে সেচ মৌসুমে আশানুরূপ কৃষি ফলন পাওয়া গেছে। যার ফলশ্রুতিতে ধান উৎপাদনে দেশ সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে এবং বাংলাদেশ বর্তমানে চাল রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। তাই আসন্ন সেচ মৌসুমেও পরিকল্পিত সেচ-লোড ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষকদের বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সারাদেশে বিদ্যমান সকল বিতরণ সংস্থার ৪,৪৭,৮৭১টি বৈদ্যুতিক সেচ সংযোগ রয়েছে; যা ২০২২ সেচ মৌসুম পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৬৫,২৯৫টি সংযোগ হতে পারে। এর মধ্যে বাপবিবোর্ডের সেচ সংযোগ সংখ্যা ৩,৮১,৪৪৯টি; যা মোট সেচ সংযোগের ৮৫.১৭%। এছাড়া, ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সারাদেশে বিদ্যমান সকল বিতরণ সংস্থার ৪,২৮,৭৮১টি বৈদ্যুতিক সেচ সংযোগ ছিল। উল্লেখ্য যে, দেশে মোট সেচ পাম্পের সংখ্যা ১৭,১০,৭২২টি। তন্মধ্যে বৈদ্যুতিক সেচ পাম্পের সংখ্যা ৪,৪৭,৮৭১টি ও ডিজেল সেচ পাম্পের সংখ্যা ১২,৬২,৮৫১টি (সূত্র: BADC, Minor Irrigation Survey Report 2020 & BREB Irrigation Data-2021)। একইভাবে, ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সারাদেশে বিদ্যমান সকল বিতরণ সংস্থার ৪,৪৭,৮৭১টি বৈদ্যুতিক সেচ সংযোগের বিপরীতে বিদ্যুতের চাহিদা ২৪১১ মেগাওয়াট; যা ২০২২ সেচ মৌসুম বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৬৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত হতে পারে। এর মধ্যে বাপবিবোর্ডের বিদ্যুতের চাহিদা ২০২৭ মেগাওয়াট; যা মোট চাহিদার ৮২.২৩%। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সারাদেশে বিদ্যমান সকল বিতরণ সংস্থার ৪,২৮,৭৮১টি বৈদ্যুতিক সেচ সংযোগের বিপরীতে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ১৮৯৭ মেগাওয়াট।

ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সারাদেশে ৪,৪৭,৮৭১টি বৈদ্যুতিক সেচ সংযোগের মাধ্যমে দেশের প্রায় ২৪ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমি সেচের আওতায় এসেছে এবং দেশে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়েছে। কৃষিখাত যান্ত্রিকীকরণ এবং সেচের ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হওয়ায় কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশের এক ইঞ্চি জায়গাও পতিত না রাখার আহবানের প্রেক্ষিতে কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সেচ নীতিমালা সহজীকরণসহ শুধু সেচ মৌসুম নয় বরং বছরব্যাপী সেচ সংযোগ প্রদানের নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালা বাস্তবায়নের ফলে ফসল উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে যে জমিতে ১টি মাত্র ফসল উৎপাদন হতো বর্তমানে সে একই জমিতে ২/৩টি ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। তাছাড়া, ফসল উৎপাদনও বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। সেচ নীতিমালা সহজীকরণের ফলে কৃষকগণ কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধিতে পূর্বের তুলনায় অধিকমাত্রায় আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

পানি সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহারের মাধ্যমে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে সর্বমোট ৭৪.৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে (WARPO-2000)। সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী কমপক্ষে ৬০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সারা বৎসর ব্যাপী সেচের আওতায় আনা গেলে প্রায় ৬ কোটি মেট্রিক টন ধান/দানা শস্য উৎপাদন সম্ভব হবে এবং বাংলাদেশ টেকসইভাবে খাদ্য উৎপাদনের দেশে পরিণত হবে। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও পুষ্টির চাহিদা, ক্রমহ্রাসমান জমি থেকে মেটাতে উৎপাদন বৃদ্ধিই একমাত্র ভরসা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের অবশিষ্ট ৭৩.৮০% সেচ পাম্পের চলমান ডিজেল ইঞ্জিন অপসারণ করে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হলে কৃষকের সেচ ব্যয় এক-পঞ্চমাংশে নেমে আসবে এবং কৃষকের মুখে হাসি ফুটবে।

উল্লেখ্য, দেশে বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্পের দক্ষতা (৭০-৮০%) ডিজেল চালিত পাম্পের দক্ষতার (৩০-৪০%) প্রায় দ্বিগুণ। এছাড়াও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে কৃষকদের প্রণোদনা/উৎসাহ দেয়ার জন্য বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্পে ২০% রিবেট প্রদান করা হচ্ছে। সেচের সহজলভ্যতার ফলে ফসলের উৎপাদন খরচ কমেছে, খাদ্য শস্য ও নিত্য নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকগণ উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন ও এক/দুই ফসলী জমি তিন/চার ফসলী জমিতে রূপান্তর হচ্ছে। সার্বিক অর্থে সেচ পাম্পের অধিক ও দক্ষ ব্যবহারের কারণে কৃষির মোট উৎপাদনশীলতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে, কৃষকদের উৎপাদন খরচ কমেছে; যা সামগ্রিক অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখছে।

ভূমিকা

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়েছে। রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সকল জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর অঙ্গীকার বাস্তবায়নের কাজ ইতোমধ্যে সফলভাবে করতে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল আমার গ্রাম-আমার শহর; আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ; তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি; তরুণ যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা। ধনী-দরিদ্র ও শহর-গ্রাম পর্যায়ে বৈষম্য হ্রাসে বর্তমান সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী যে কোন দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রার একটি অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি এবং সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। সেচ যন্ত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার কৃষি অর্থনীতিতে খুলে দিচ্ছে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার। এতদ্ব্যতীত কৃষি কাজের আওতা বৃদ্ধিতে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে-যা বেকারত্ব হ্রাসে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থা FAO এর প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদন এবং গত ২১ মার্চ ২০২১ খ্রিঃ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয় ও মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয়, ধান ও আলু উৎপাদনে যথাক্রমে চতুর্থ ও ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে (সূত্র: FAO, WorldFish Center, DoF, EPB)। ফসলের জাত উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে ধানের উৎপাদন চারগুণের বেশি, গম দ্বিগুণ, সবজি পাঁচগুণ, ভূট্টা দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া চা উৎপাদনে নবম, আম উৎপাদনে অষ্টম এবং ফল উৎপাদনে ১০ তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের সামগ্রিক অগ্রগতির ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ইতোমধ্যে ২৫,২৩৫ মেগাওয়াট অতিক্রম করেছে (২১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ এর উৎপাদন তথ্য)। কৃষি, শিল্প, রপ্তানী খাতসহ সকল ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক গতিশীলতা বজায় রাখতে বিদ্যুতের বর্ধিত উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সেচ মৌসুমে বিদ্যুতের যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক লোড ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়নের ফলে সেচ সংযোগে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রম এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলশ্রুতিতে বিগত কয়েক বছর ধরে সেচ মৌসুমে আশানুরূপ কৃষি ফলন পাওয়া গেছে। যার ফলশ্রুতিতে ধান উৎপাদনে দেশ সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে এবং বাংলাদেশ বর্তমানে চাল রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। তাই আসন্ন সেচ মৌসুমেও পরিকল্পিত সেচ-লোড ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষকদের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নভেম্বর ২০২১ সাল পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে সকল বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কর্তৃক সর্বমোট প্রায় ৪,৪৭,৮৭১টি সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছিল; তন্মধ্যে বাপবিবোর্ড কর্তৃক ৩,৭৭,০২৭টি সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়। ২০২২ সেচ মৌসুমে বাপবিবো কর্তৃক ইতোমধ্যে প্রায় ৪,৪২২টি সেচ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং এ সংখ্যা আরও প্রায় ১১,৯৪৬ টি বৃদ্ধি পেয়ে সর্বমোট ৩,৯৩,৩৯৫টি তে উন্নীত হবে মর্মে আশা করা যায়। এছাড়া, ২০২২ সেচ মৌসুমে সকল বিতরণ সংস্থার সম্ভাব্য মোট সেচ সংযোগের সংখ্যা হবে ৪৬৫২৯৫ টি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বর্তমান সেচ মৌসুমে মোট সেচ সংযোগের প্রায় ৮৫.১৭% সংযোগ প্রদান করে বিধায় কৃষিতে বাম্পার ফলনের ক্ষেত্রে আরইবি এর অবদান অবিস্মরণীয়। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় সকল বিতরণ সংস্থার মাধ্যমে বিএডিসি, বিএমডিএ, বিআরডিবি এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে উত্তরবঙ্গ, উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের সর্বোচ্চ কৃষিকাজে পানি ব্যবহারের জন্য স্থাপিত সেচযন্ত্রে অতি দ্রুততার সাথে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হচ্ছে। বিএডিসিসহ সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যুৎ সুবিধা গ্রহণ করে খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি দেশের উত্তরাঞ্চলে সুপেয় পানি সরবরাহ করছে। এছাড়া দেশের সেচ ব্যবস্থাপনায় টেকসই ও পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ

সরবরাহের জন্য আরইবি সৌর বিদ্যুৎ নিয়ে কাজ করছে। সেচ মৌসুমে গ্রীষ্ম বিদ্যুতের উপর অতিরিক্ত চাপ হ্রাস এবং দূষিত পদার্থের নির্গমন হ্রাস করার লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১৪টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ভৌগলিক এলাকায় ২০০০টি পরিবেশ বান্ধব সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে সেচ পাম্পের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। এখানে বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্পের সংখ্যা দেশের মোট বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের প্রায় ৪৩.৮১%। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বৃহত্তর ময়মনসিংহ যা ২৪.৭৯% এবং ১৫.১০% নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বৃহত্তর খুলনা বিভাগ। সেচ পাম্পের মধ্যে বড় অংশ হচ্ছে অগভীর নলকূপ, যা গভীর নলকূপ ও লো-লিফট পাম্পের তুলনায় যথাক্রমে আট গুন ও বিশ গুন। কিএডিসি পরিচালিত Minor Irrigation Survey Report ২০১৯-২০ এর তথ্য মতে ডিজেল চালিত মোট সেচ পাম্পের সংখ্যা ১২,৬২,৮৫১টি এবং এর আওতায় আবাদী জমির পরিমাণ ৩০,১৮,৪৩৩ হেক্টর। অপরদিকে, আরইবি কর্তৃক বিভিন্ন বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা হতে সংগৃহীত (নভেম্বর/২০২১) তথ্যের আলোকে বিদ্যুৎ চালিত মোট সেচ পাম্পের সংখ্যা ৪,৪৭,৮৭১টি এবং এর আওতায় আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ২৪ লক্ষ হেক্টর। বিভাগ অনুযায়ী সারাদেশের সেচ পাম্পের বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপঃ

বিভাগ	বিদ্যুতায়িত পাম্প		ডিজেল চালিত পাম্প		মোট	
	সংখ্যা	এলাকা (হেক্টর)	সংখ্যা	এলাকা (হেক্টর)	সংখ্যা	এলাকা (হেক্টর)
ঢাকা	২৫৪৭১	২৯৫০২০	১৪৪৬৬৩	৩৬৭৪৮০	১৭০১৩৪	৬৬২৫০০
ময়মনসিংহ	১১০৪৪৮	৩০২৭২২	১১৯৩০৮	২৭৫৯৬৩	২২৯৭৫৬	৫৭৮৬৮৫
রাজশাহী	৮৫৬৪৬	৭৪৯৪১৭	২৪৩১৩৮	৪৭২০৩৮	৩২৮৭৮৪	১২২১৪৫৫
রংপুর	১১১৭১২	৪২৮৮৫৭	৩০৭০০৩	৬০০২৮০	৪১৮৭১৫	১০২৯১৩৭
চট্টগ্রাম	৮৭২৬	৫৯৭০০	২৩৩৩২	৮৮২৪৩	৩২০৫৮	১৪৭৯৪৩
কুমিল্লা	৩১১১২	২১২৮৫৭	৫৯৭৩১	২২৫৯০১	৯০৮৪৩	৪৩৮৭৫৮
খুলনা	৬৭৪৭৭	২১৬৫১৪	২৮০৪৯৪	৫৪৪৫৯৩	৩৪৭৯৭১	৭৬১১০৭
সিলেট	৫৯৯১	৬২২০১	৬০২৯৩	২৮৭২৭৯	৬৬২৮৪	৩৪৯৪৮০
বরিশাল	১২৮৮	২৩৮২৯	২৪৮৮৯	১৫৬৬৫৬	২৬১৭৭	১৮০৪৮৫
মোট	৪৪৭৮৭১	২৩৫১১১৭	১২৬২৮৫১	৩০১৮৪৩৩	১৭১০৭২২	৫৩৬৯৫৫০

ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সারাদেশে বিদ্যমান ৪,৫২,২৯৩ টি বৈদ্যুতিক সেচ সংযোগের বিপরীতে শুধুমাত্র আরইবি এর আওতাধীন ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক বর্তমানে ৩,৮১,৪৪৯টি সেচ সংযোগের মাধ্যমে দেশের প্রায় ২২ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে এবং দেশে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিকীকরণ এবং সেচের ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হওয়ায় কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্রতিক পরিবর্তন এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের এক ইঞ্চি জায়গাও পতিত না রাখার আহবান জানিয়েছেন। তথ্যপ্রেক্ষিতে কৃষিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সেচ নীতিমালা সহজীকরণসহ শুধু সেচ মৌসুম নয় বরং বছরব্যাপী সেচ সংযোগ প্রদানের নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালা বাস্তবায়নের ফলে ফসল উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে যে জমিতে ১টি মাত্র ফসল উৎপাদন হতো বর্তমানে সে একই জমিতে ২/৩টি ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। সর্বোপরি, ফসল উৎপাদন বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। সেচ নীতিমালা সহজীকরণের ফলে কৃষকগণ কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধিতে পূর্বের তুলনায় অধিকমাত্রায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এছাড়া সেচের ক্ষেত্রে সোলার বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য আরইবির মাধ্যমে সর্বপ্রথম ৪০টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে আরও ২০০০টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে; যা বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের একক বৃহৎ প্রকল্প।

ধান থেকে চাল, চাল থেকে ভাত। এ ভাতই বাঙালির প্রধান খাদ্য। স্বাধীনতার পর যখন মোট জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি, তখন দেশে খাদ্যসংকট ছিল। আমদানি করে চলতে হতো। অথচ সেই বাংলাদেশ কিনা আবাদী জমির পরিমাণ অনেক কমার পরও আজ ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের হিসাব মতে দেশে গত ২০১৯-২০ অর্ধবছরে ৫ কোটি ২৬ লাখ টন ধান উৎপাদন হয়েছে, যা বিশ্বে চতুর্থ সর্বোচ্চ। চীন ১৪ কোটি ৮৫ লাখ টন উৎপাদন করে প্রথম, আর ভারত ১১ কোটি ৬৪ লাখ টন উৎপাদন করে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি-২০২১ কৃষিবিদ দিবস উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'বর্তমান সরকারের কৃষি অনুকূল নীতি এবং প্রণোদনায় কৃষক ও কৃষিবিদদের মিলিত প্রচেষ্টা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে অবদান রাখছে। অধিক জনঘনত্বের এ দেশে জমি কমছে। তারপরও কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি বিশ্বের কাছে বিশ্বায়ের ব্যাপার।'

সেচ যন্ত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার কৃষি অর্থনীতিতে খুলে দিচ্ছে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার। বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বহির্বিদেশে খাদ্য রপ্তানিও সম্ভব হয়েছে। এ সফলতার অন্যতম কারণ এক ফসলী জমিতে বছরে তিনবার চাষাবাদ করতে সক্ষম হওয়া। সেচ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যুতের ব্যবহারই এটি বহুলাংশে নিশ্চিত করেছে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সকল সংস্থা কর্তৃক সেচ যন্ত্রে বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার ফলে একই জমিতে একাধিক ফসল চাষাবাদ সম্ভব হয়েছে। ফসল উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি বেকারত্ব হ্রাসে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। দেশের সেচ ব্যবস্থাপনায় টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য আরইবি সৌর বিদ্যুৎ নিয়ে কাজ করছে। সেচ কাজে মানসম্পন্ন ও টেকসই বিদ্যুৎ সরবরাহের এ ধারাকে অব্যাহত রেখে দেশে কৃষি বিপ্লব সংঘটনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে বিদ্যুৎ বিভাগ বদ্ধপরিকর।

আসন্ন সেচ মৌসুমে দেশব্যাপী সেচের জন্য সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত লোড ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিজ্ঞানস মন্ত্রণালয় এর তত্ত্বাবধানে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সেচ মৌসুমে পরিকল্পিত লোড ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় ও অঞ্চলভিত্তিক লোড ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সঠিক ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ইতোমধ্যে উপকেন্দ্র, বিতরণ লাইন, ট্রান্সফর্মার ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং আপদকালীন সময়ের জন্য ট্রান্সফর্মারসহ প্রয়োজনীয় মালামাল মজুদের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে তরল জ্বালানী ও গ্যাস সরবরাহ এবং কয়লা মজুদ নিশ্চিত করার জন্য জ্বালানী বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ যথা বিপিসি, পেট্রোবাংলা, রেলওয়ে ও নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের সাথে সভা করে যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় বিগত বছরগুলোর ন্যায় আসন্ন সেচ মৌসুমে সরকার যে কোন উপায়ে সেচ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। ইনশাআল্লাহ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও আমরা এফেরে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবো।



সারাদেশের সেচ কার্যক্রমের খন্ডচিত্র

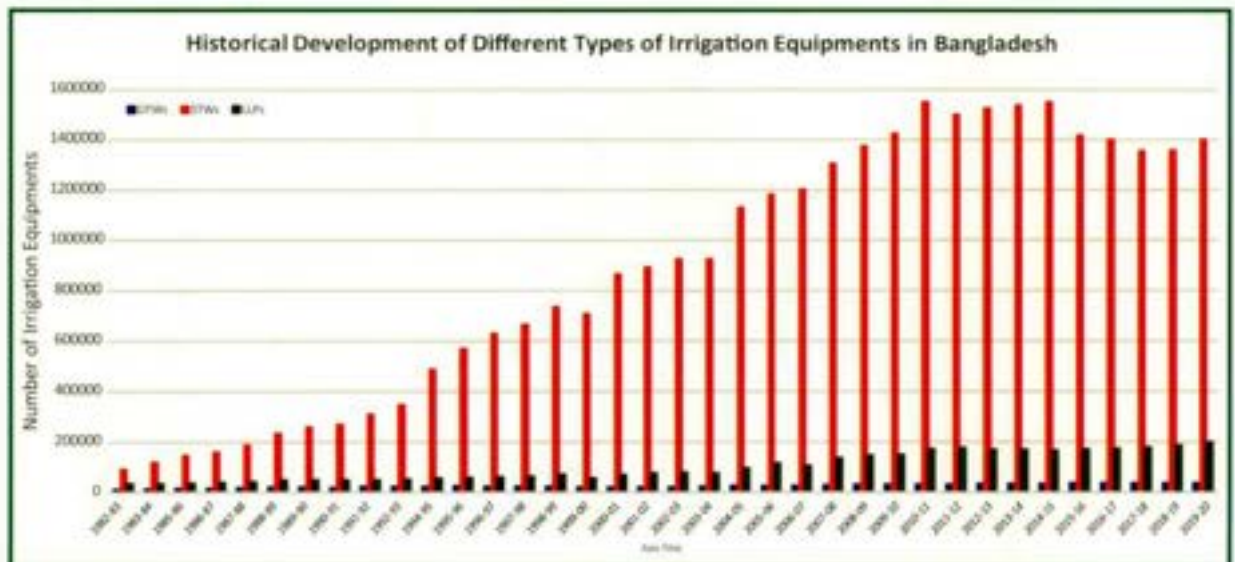
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুতের প্রভাব

পটভূমিঃ সেচ পদ্ধতির সূচনা হয়েছিল প্রাচীন মিশরে। বৃটিশ-ভারতে মানব সৃষ্ট সেচ ব্যবস্থা ছিল না। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের পর ১৯০১ সালে লর্ড কার্জন শাসনামলে সেচ ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, ১৯৬১ সালে বিএডিসি প্রতিষ্ঠা, ১৯৬৭ সালে গভীর নলকূপ স্থাপন এবং ১৯৭২ সাল থেকে অগভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সেচ ব্যবস্থা চালু হয়। বর্তমানে দেশের ক্রমবর্ধমান ১৬.৯১ কোটি লোকের বার্ষিক খাদ্য চাহিদা (৩৫.৩ মিলিয়ন টন চাল) মেটাতে ন্যূনতম প্রায় ৩ কোটি ৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন করা প্রয়োজন। দেশের আবাদযোগ্য জমি প্রায় ৮৫.৭৭ লক্ষ হেক্টর; যার মধ্যে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৭৪.৪৮ লক্ষ হেক্টর (৮৬.৮৩%) সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। সেচ প্রদানকৃত জমির মধ্যে ৪০.৯৮ লক্ষ হেক্টর (৭২.৮২%) আভার গ্রাউন্ড ওয়াটার এবং ১৫.২৯ লক্ষ হেক্টর (২৭.১৮%) জমিতে সারফেস ওয়াটার ব্যবহার করা হয়। ২০২০ সাল পর্যন্ত সারাদেশে ৩৭,০০৭ টি গভীর নলকূপ, ১৩,৯৮,৭০৬ টি অগভীর নলকূপ, ১,৯৯,৯১৪ টি এলএলপি, ৩২৪৫টি সোপার এবং ৪৩৯টি কুপ খনন পদ্ধতির সেচ যন্ত্র চলমান রয়েছে (সূত্র- BADC, MISR2020)। বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় সারাদেশে ডিসেম্বর ২০২১ সাল পর্যন্ত ৪৩,৫৫৫ টি গভীর নলকূপ, ৩,২৪,৬৮৭ টি অগভীর নলকূপ এবং ১৩,২০৭ টি এলএলপি-তে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে (সূত্র: আরইবি কর্তৃক সংগৃহীত ৮০টি পবিস এর ২০২১ এর সেচ তথ্য)।

কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি হলো কৃষি। “মুজিববর্ষ পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দেখানো পথে কৃষি সেটরের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার জননেত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে কৃষিবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আরইবি কর্তৃক ইতোমধ্যে সারাদেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম প্রায় শেষ প্রান্তে রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায়, “কৃষক বাঁচলে বাঁচবে দেশ, তৈরি হবে স্বনির্ভর সোনার বাংলাদেশ” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং ক্ষুধামুক্ত দেশ উপহার দেওয়ার জন্য আরইবি কর্তৃক ইতোমধ্যে ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ৩,৮১,৪৪৯টি সেচ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত গ্রাহকদের নিকট হতে নতুন নতুন সেচ সংযোগের আবেদন গ্রহণ ও সংযোগের কাজ চলমান রাখা হয়েছে।

এখন পর্যন্ত সেচ প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত ৭৪.৪৮ লক্ষ হেক্টর জমির মধ্যে ৫৩.৬৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে যান্ত্রিক তথা গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, এলএলপি দ্বারা এবং ২০.৭৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রাচীন/মানবচালিত পদ্ধতির সেচ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। বিগত খরিপ সেচ মৌসুমে সর্বোচ্চ ১৭,১০,৭২২ টি সেচ পাম্প/যন্ত্রপাতি চলমান ছিল; যার ২৬.১৮% বিদ্যুৎ চালিত এবং ৭৩.৮২% ডিজেল চালিত (সূত্র- BADC, MISR2020 & PBS Irrigation Data-2021)।

সেচ পাম্পের উন্নয়নের গ্রাফচিত্র



সেচ কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের জন্মলগ্ন থেকেই বৈদ্যুতিক সেচ সংযোগ প্রদান একটি অগ্রাধিকার খাত হিসাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। বিদ্যুৎ বিভাগ প্রতিবছর ক্রমাগতভাবে ৪-৫% হারে নতুন সেচ সংযোগ বৃদ্ধি করে দেশের সামগ্রিক সেচ কার্যক্রমে অনন্য ভূমিকা রাখছে। এক সময়ের খাদ্য ঘাটতির দেশ, এখন খাদ্য উৎপাদনের দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। আধুনিক সেচ ব্যবস্থার কারণে ধান উৎপাদন ১৯৯৯ সালের তুলনায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে বার্ষিক ৩.৫৩ কোটি মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। দেশে ধানের বার্ষিক চাহিদা ৩.৫১ কোটি মেট্রিক টন (সূত্র- Grain Report Number BG:1903)।

পানি সম্পদের বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবহারের মাধ্যমে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে সর্বমোট ৭৪.৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, (WARPO- 2000)। সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী কমপক্ষে ৬০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সারা বৎসর ব্যাপী সেচের আওতায় আনা গেলে প্রায় ৬ কোটি মেট্রিক টন ধান/দানা শস্য উৎপাদন সম্ভব হবে এবং বাংলাদেশ টেকসইভাবে খাদ্য উৎপাদনের দেশে পরিণত হবে। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও পুষ্টির চাহিদা, ক্রমহ্রাসমান জমি থেকে মেটাতে উৎপাদন বৃদ্ধিই একমাত্র ভরসা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের অবশিষ্ট ৭৩.৮২% সেচ পাম্পের চলমান ডিজেল ইঞ্জিন অপসারণ করে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হলে কৃষকের সেচ ব্যয় এক-পঞ্চমাংশে নেমে আসবে। কৃষকের মুখে হাসি ফুটবে; যা ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন।

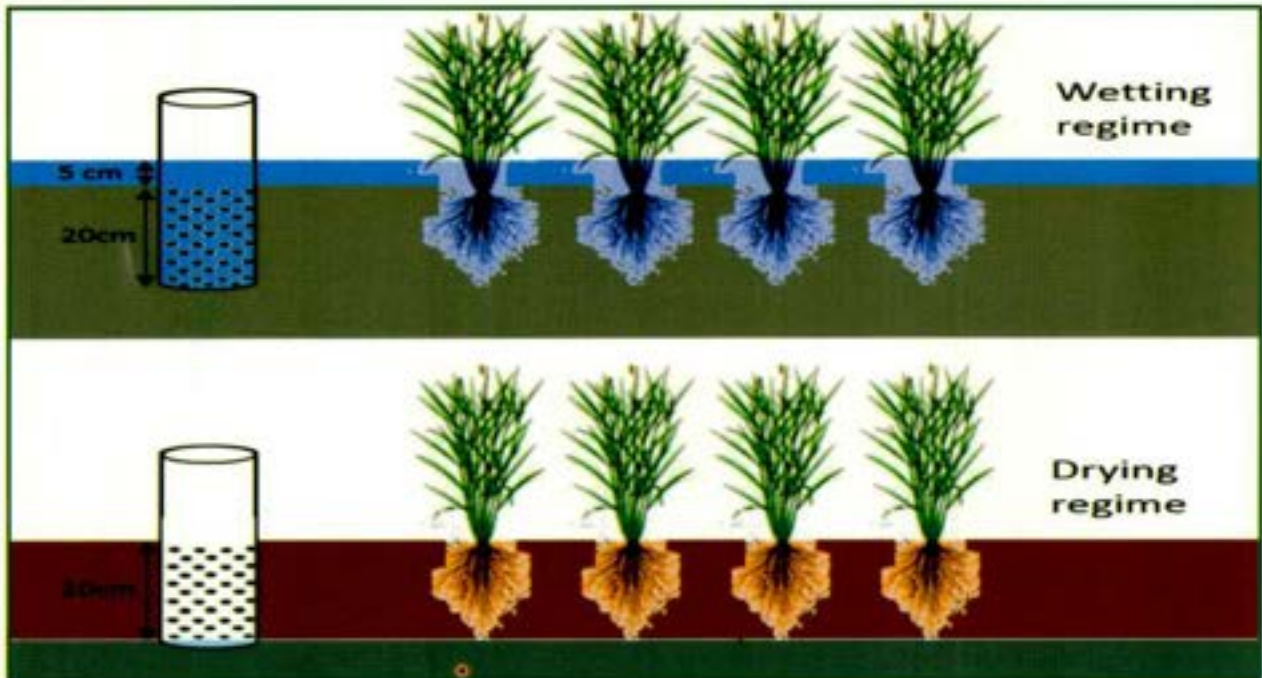
শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে পল্লী এলাকায় সেচ সংযোগ নিয়ে চাষীরা প্রয়োজন মত জমিতে সেচের পানি দিয়ে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করে স্বাবলম্বী হচ্ছে। এক ফসলি জমি সেচের প্রভাবে দুই বা ততোধিক ফসলি জমিতে পরিণত হয়েছে এবং কৃষি পণ্য উৎপাদন ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সেচ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পল্লী এলাকায় দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সেচের ফলে কৃষির মোট উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে (শস্য রোপন, নিড়ানি, মাড়াই, সংরক্ষণ) ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। কৃষি পরিবারের আয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে এবং জীবনধারণার মান সম্পর্কিত খাতসমূহ যথা শিক্ষা, চিকিৎসা, পোশাক, খাদ্য এবং উৎসবে ব্যয় বহন করতে সামর্থ্য অর্জন করেছে। আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ফলে এলাকায় শিক্ষা হার বেড়েছে, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হয়েছে, বাবসা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে, অর্থনৈতিক আয় বেড়েছে, বিদ্যুৎ সুবিধা বেড়েছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ধানসহ সবজি, আখ, মাটাসহ বিভিন্ন ফল যেমনঃ কলা, পেয়ারা, আমড়া, নারিকেল, সুপারি চাষ শুরু হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চল নদী নালা ও খাল বিল বেষ্টিত এবং পানিতে লবনাক্ততা থাকায় চাষাবাদের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে মিঠা পানি পাওয়া যায় না। শতভাগ বিদ্যুতায়ন এর মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলে সেচ সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে মিঠা পানির সংস্থান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে বৃহত্তর যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা জেলাতে ধানের পাশাপাশি সবজি, ভুট্টা ও ফুল চাষে বৈদ্যুতিক সেচ সংযোগের মাধ্যমে ব্যাপক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত অঞ্চলের সবজি, ভুট্টা ও ফুল দেশের সকল অঞ্চলে বাজারজাত করা হচ্ছে। বিদ্যুতায়ন সেচ কার্যক্রমের মাধ্যমে উক্ত এলাকায় বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত ধানের বদৌলতে কুষ্টিয়ার খাজা নগরে দেশের বৃহত্তম চাল উৎপাদন ও সরবরাহকারী মোকাম গড়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে কৃষিতে ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোওয়ার্ড লিংকেজ তৈরী হয়েছে; যা বেকারত্ব হ্রাসে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এছাড়া দেশের সকল অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দৃশ্যমান হওয়ায় এবং বৈদ্যুতিক সেচ সংযোগে নানাবিধ সুবিধাদি পাওয়ায় সারাদেশের কৃষকগণ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে সেচ সংযোগ গ্রহণে অধিক আগ্রহী হচ্ছে। সর্বোপরি কৃষিকাজে সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সারা দেশের কৃষকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে, কৃষকের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে, বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে, যা কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে ভূমিকা রাখছে। সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অধিক ফলনের মাধ্যমে কৃষকগণ আর্থিকভাবে উপকৃত হওয়ায় সামাজিক অবস্থানের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটছে। এক কথায় বলা যায় কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে বিদ্যুতায়ন সেচ কার্যক্রম অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

আরইবি কর্তৃক ইতোমধ্যে ৩,৮১,৪৪৯টি সেচ পাম্প বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ্য, দেশে বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্পের দক্ষতা (৭০-৮০%) ডিজেল চালিত পাম্পের দক্ষতার (৩০-৪০%) প্রায় দ্বিগুণ। এছাড়াও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে কৃষকদের প্রণোদনা/উৎসাহ দেয়ার জন্য বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্পে ২০% রিবেট প্রদান করা হচ্ছে। সেচের সহজলভ্যতার ফলে ফসলের উৎপাদন খরচ কমেছে, খাদ্য শস্য ও নিত্য নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকগণ উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন ও এক/দুই ফসলী জমি তিন/চার ফসলী জমিতে রূপান্তর হচ্ছে। সার্বিক অর্থে সেচ পাম্পের অধিক ও দক্ষ ব্যবহারের কারণে কৃষির মোট উৎপাদনশীলতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে, কৃষকদের উৎপাদন খরচ কমেছে; যা সামষ্টিক অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখছে।

সেচ কাজে ব্যবহৃত জনপ্রিয় ওয়েট এন্ড ড্রাই পদ্ধতির (AWD) সংক্ষিপ্ত ধারণা

- এডব্লিউডি (AWD) হল ধান ক্ষেতে সেচ দেয়ার উপযুক্ত সময় নির্ধারণ পদ্ধতি। মাটিতে পর্যাপ্ত রস/পানি থাকলে ধান গাছ শিকড়ের মাধ্যমে তার প্রয়োজনীয় পানি গ্রহণ করতে পারে। ধান ক্ষেতে একটি ছিদ্রযুক্ত প্রাস্টিক বা বাঁশের পাইপ বসিয়ে মাটির নিচে গাছের শিকড়ের এলাকায় (Root Zone Depth) পানি পর্যবেক্ষণ করে সেচ দেওয়াই হলো এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।
- সূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে পানির স্তর দিন দিন নেমে যাচ্ছে। তাই এ পদ্ধতির মাধ্যমে ধান চাষে পর্যায়ক্রমে জমি শুকানো ও ভিজা রেখে পরিমিত সেচ প্রদানের মাধ্যমে মূল্যবান সেচের পানি ও জ্বালানী (বিদ্যুৎ/ডিজেল) সাশ্রয় করা এবং সেচ খরচ কমানো সম্ভব।
- ধানের চারা রোপনের ১০/১৫ দিন পর্যন্ত জমিতে ২-৪ সেঃমিঃ দাড়ানো পানি রাখতে হবে। তারপর থেকে এডব্লিউডি (AWD) পদ্ধতিটি কার্যকর হবে। এভাবে প্রথম দিকে জমিতে দাড়ানো পানি রাখলে ধান ক্ষেতে আগাছা কম হবে। এডব্লিউডি (AWD) পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করলে ধান ক্ষেতে কখনও কখনও আগাছার উপদ্রব বেশি হতে পারে বিধায় আগাছা দমনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- সেচ সাশ্রয়ী এডব্লিউডি (AWD) পদ্ধতি চালুর পর, প্রতিবার সেচের সময় এমন পরিমাণ পানি দিতে হবে যাতে জমিতে ৫ সেঃমিঃ গভীরতায় পানি থাকে। অতঃপর পানি কমতে কমতে পানির স্তর যখন পর্যবেক্ষণ পাইপের ভিতর ২০ সেঃ মিঃ নীচে নেমে যাবে অর্থাৎ পাইপের তলার মাটি দেখা যাবে, তখন আবার সেচ দিতে হবে। এ অবস্থায় আসতে মাটি ভেদে ৫-৮ দিন সময় লাগবে। এভাবে ফুল আসা পর্যন্ত সেচ দিয়ে যেতে হবে। ফুল আসার পর ২ সপ্তাহ পর্যন্ত জমিতে সব সময় ২-৪ সে.মি. পানি রাখতে হবে। এ সময় যেন কোন অবস্থাতেই পানির ঘাটতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অতঃপর ধান কাটার ২ সপ্তাহ পূর্বে সেচ বন্ধ করতে হবে।
- সেচ খরচ কমাতে না পারলে ধান চাষ লাভজনক হবে না। এজন্য ধানের জমিতে এডব্লিউডি (AWD) পদ্ধতি ব্যবহার করে সঠিক সময়ে সঠিক মাত্রায় সেচ প্রদান করলে মূল্যবান পানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর সাশ্রয় হবে। ফলে ধানের উৎপাদন খরচ কম হবে এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ পরিবেশ রক্ষা পাবে। তাই উক্ত পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ধানের জমিতে সেচ প্রদানের জন্য সকল কৃষক ভাইদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হলো।



কৃষিতে সরকারের নির্দেশনা

- চলমান করোনা ভাইরাস (Covid-19) জনিত পরিস্থিতিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য চলতি মৌসুমে সকল সেচ যন্ত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা “খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখা, অধিক ফসল উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার তা করতে হবে। কোন জমি যেন পতিত না থাকে”।
- ধান উৎপাদনের পাশাপাশি পিয়াজ, রসুন, ডাল, তেলজাতীয় শস্য, হলুদ, আদা, শাক-সবজি, মৌসুমী ফুল-ফলসহ সকল ধরণের কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

সরকারি নির্দেশনার আলোকে সেচ মৌসুমে বিতরণ সংস্থাসমূহের (Utilities) করণীয়

- বিগত সেচ মৌসুমের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান সেচ মৌসুমের চাহিদা নিরূপনপূর্বক সকল বিতরণ সংস্থা-কে (Utilities) পর্যাপ্ত মালামালের (বিতরণ ট্রান্সফর্মার, সার্ভিস ড্রপ তার, মিটার ও আনুষঙ্গিক মালামাল) মজুদ নিশ্চিত করতে হবে।
- কারিগরী সক্ষমতার ভিত্তিতে বাস্তব ভিত্তিক লোড ম্যানেজমেন্ট এর মাধ্যমে সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেচ সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে ওভারলোডেড লাইন/উপকেন্দ্রসমূহের আপগ্রেডেশন ও ট্রান্সফর্মার মেরামত, লোড বিভাজন, ফিডার বিভাজন, ১১ কেভি লাইনে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নয়নে ক্যাপাসিটর স্থাপন ও ভোল্টেজ উন্নয়নে লাইন রেগুলেটর স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম সেচ মৌসুম শুরু পূর্বেই করতে হবে।
- বিতরণ সংস্থার প্রতিটি অফিসে সেচ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ/ডেক চালু করতে হবে এবং কমপক্ষে একজন কর্মকর্তা দ্বারা বিষয়টি সার্বক্ষণিক মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে। একাঙ্গে ব্যবহৃত হট লাইন নম্বরটি ব্যাপক প্রচার প্রচারণার (লিফলেট, পোস্টার, ডিস লাইন, স্থানীয় পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি) মাধ্যমে গ্রাহকদের অবহিত করতে হবে।
- সকল বিতরণ সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে অফিস ভিত্তিক সেচ মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে এবং কমিটির কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
- কৃষকদের সমস্যাাবলী চিহ্নিত করার লক্ষ্যে সময়ে সময়ে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করতে হবে। লো-ভোল্টেজ বা অন্যান্য কারিগরি কারণে কোনক্রমেই যাতে কৃষকের ফসলের জমি সেচের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে সর্বোচ্চ সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
- বিতরণ ট্রান্সফর্মার, সার্ভিস ড্রপ তার, মিটার ও আনুষঙ্গিক মালামাল নষ্ট হলে বা চুরি হলে তা দ্রুত প্রতিস্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে শৈথল্য, গাফিলতি বা অবহেলা করা যাবে না।
- বৈশ্বিক মহামারী (COVID-19) এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় খাদ্য নিরাপত্তা বলয় সুসংহত করার লক্ষ্যে বিতরণ সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গ্রাহকবান্ধব হয়ে কাজ করতে হবে।

সেচ মৌসুমে কৃষক ভাইদের করণীয়

- ❖ সেচ পাম্পগুলো পিক আওয়ারে পরিচালনা না করা।
- ❖ অফ-পিক আওয়ারে রাত ১১:০০ টা থেকে পরদিন সকাল (মাঠের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায়) ৮:০০ টা পর্যন্ত সেচ পাম্প চালু রাখা।
- ❖ এলাকা ভিত্তিক সেচ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত আবর্তন (রোটেশন) পদ্ধতি মেনে চলা।
- ❖ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর নির্দেশনা অনুযায়ী সেচ যন্ত্রের পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৯৫ থেকে ১.০ নিশ্চিতকরণের জন্য যথাযথ মানের ক্যাপাসিটর ও অটো পিএফআই স্থাপন।
- ❖ এক সঙ্গে সকল সেচ যন্ত্র চালু না করে প্রয়োজনে দুই শিফটে চালু করা।
- ❖ কৃষি বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জমিতে আদর্শমানের চাষ পদ্ধতি (ওয়েট এন্ড ড্রাই মেথড) মেনে চলা।
- ❖ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেচ জমিতে না দেয়া।

সেচ মৌসুমে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অভিযোগ/তথ্যের জন্য যোগাযোগের টেলিফোন নম্বর

বিদ্যুৎ বিভাগ	ঃ ০২-৪৭১২০৩০৯, ০১৭৩৯-০০০২৯৩
আরইবি	ঃ ০২-৮৯০০৫৭৫, ০১৭৯২-৬২৩৪৬৭
বিউবো	ঃ ০১৭০৮-১৪৯৫০২
ওজোপাডিকো	ঃ ১৬১১৭
নেসকো	ঃ ১৬৬০৩
ডিপিডিসি	ঃ ১৬১১৬
ভেসকো	ঃ ১৬১২০



গ্রাহক সেবায় পঞ্জী বিদ্যুতের উঠান বৈঠক

সংস্থাভিত্তিক ও অঞ্চলভিত্তিক সেচ পাম্পের বিস্তারিত তথ্য

চলতি মৌসুমে সন্ধ্যা সেচ পাম্পের অনুপাত নিম্নরূপঃ

অগভীর নলকূপঃ গভীর নলকূপ = ৮:১

অগভীর নলকূপঃ লো-লিফট পাম্প = ২০: ১

বিদ্যুৎ সরঞ্জামান ও বিতরণ এর বিদ্যমান নেটওয়ার্কের মাধ্যমে লোভ বন্টন এবং ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে সমগ্র দেশকে ৯ (নয়) টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ (বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা), সিলেট, কুমিল্লা (বৃহত্তর নোয়াখালী জেলাসহ), চট্টগ্রাম, খুলনা (খুলনা বিভাগ ও বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা), বরিশাল, রাজশাহী (বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা) এবং রংপুর (বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলা) নিয়ে মোট নয়টি অঞ্চলকে ভাগ করা হয়েছে। সংস্থা ভিত্তিক উক্ত অঞ্চলসমূহের সেচ সংযোগের বিস্তারিত তথ্য নিম্নের ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

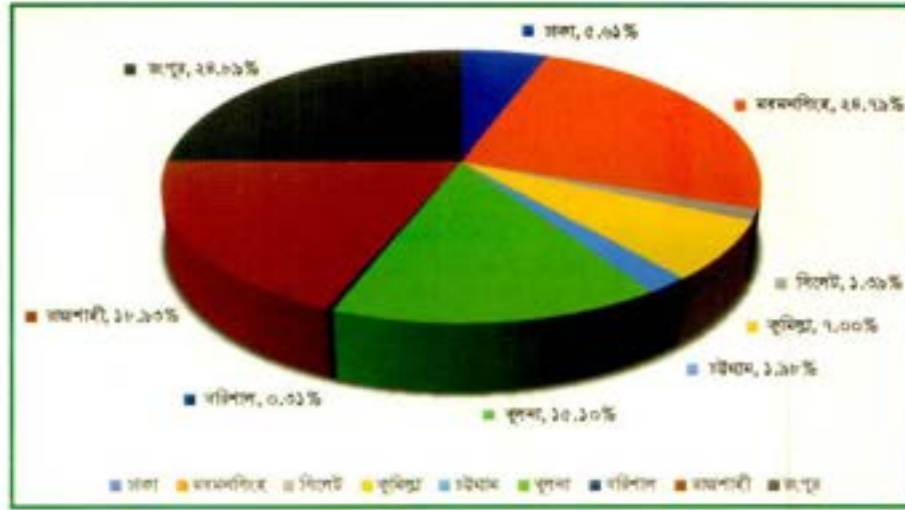
সংস্থা ভিত্তিক সেচ পাম্পের প্রবৃদ্ধির তথ্য

সেচ মৌসুম	বিউবো	আরইবি	ডিপিডিসি	ডেসকো	ওজোপাডিকো	নেসকো	মোট	গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি
২০২১	৩৫৬৩৯	৩৭৭০২৭	২৪	২১	৮৬৯৯	২৬৪৬১	৪৪৭৮৭১	
২০২২	৩৬১৮৭	৩৯৩৩৯৫	২৪	২১	৯০০৬	২৬৬৬২	৪৬৫২৯৫	৪.৬২%

বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা সমূহের পাম্পের তালিকা

অঞ্চল	২০২১ মৌসুমে পাম্প সংখ্যা	২০২২ মৌসুমে সন্ধ্যা পাম্প সংখ্যা							%	গত বছরের তুলনায় হ্রাস/ বৃদ্ধি %	
		আরইবি	পিভিবি	নেসকো	ওজোপা ডিকো	ডিপিডিসি	ডেসকো	মোট			
ঢাকা	২৫৪৭১	২৬০৭২					২৪	২১	২৬১১৭	৫.৬১%	২.৫৪%
ময়মনসিংহ	১১০৪৪৮	৮৩৬০৪	৩১৭৪৭						১১৫৩৫১	২৪.৭৯%	৪.৪৪%
সিলেট	৫৯৯১	৬২৫৬	২০৩						৬৪৫৯	১.৩৯%	৭.৮১%
কুমিল্লা	৩১১১২	২৯৫৩৬	৩০৩২						৩২৫৬৮	৭.০০%	৪.৬৮%
চট্টগ্রাম	৮৭২৬	৮০১৪	১২০৫						৯২১৯	১.৯৮%	৫.৬৫%
খুলনা	৬৭৪৭৭	৬১৩০১			৮৯৪৫				৭০২৪৬	১৫.১০%	৪.১০%
বরিশাল	১২৮৮	১৩৭৩				৬১			১৪৩৪	০.৩১%	১১.৩৪%
রাজশাহী	৮৫৬৪৬	৮১৯৫৬		৬১৩৬					৮৮০৯২	১৮.৯৩%	২.৮৬%
রংপুর	১১১৭১২	৯৫২৮৩		২০৫২৬					১১৫৮০৯	২৪.৮৯%	৩.৬৭%
মোট	৪৪৭৮৭১	৩৯৩৩৯৫	৩৬১৮৭	২৬৬৬২	৯০০৬	২৪	২১	৪৬৫২৯৫	১০০.০০%		

লেখচিত্রে অঞ্চল ভিত্তিক সেচ পাম্প



পাম্পের ক্ষমতা

সেচ পাম্পের বৈদ্যুতিক মোটরের রেটিং এর ভিত্তিতে প্রতিটি গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ এবং লো-লিফট পাম্পের ক্ষমতা :

পাম্পের ধরন	সকল ক্ষেত্রে	ব্যতিক্রম (বিউবো, রাজশাহী)
গভীর নলকূপ	২০ কিলোওয়াট	২৭.৫ কিলোওয়াট
অগভীর নলকূপ	৩ কিলোওয়াট	৮.০ কিলোওয়াট
লো-লিফট পাম্প	১২ কিলোওয়াট	

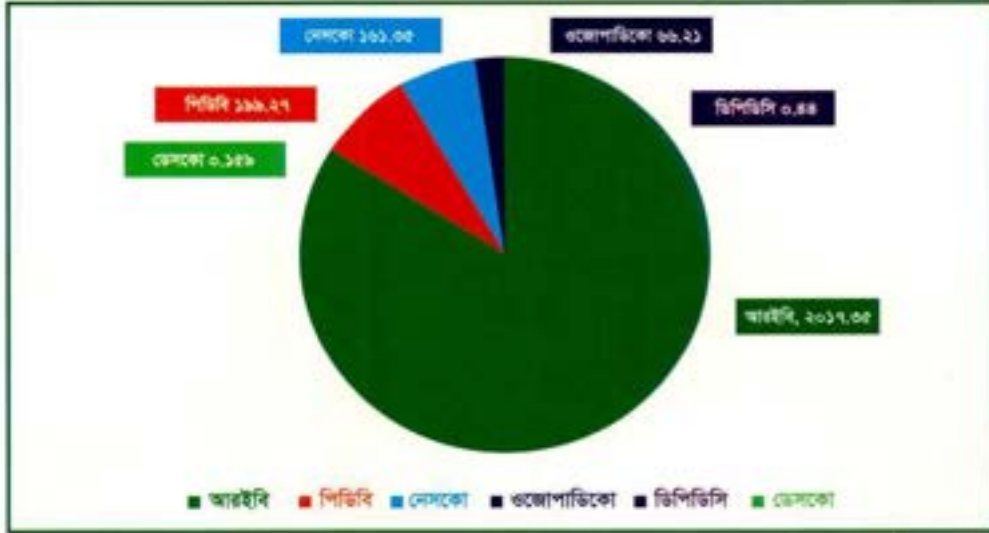
দেশের বিদ্যুৎ চালিত মোট সেচ পাম্পের ৮৪.২০ ভাগের উপর আরইবি'র এলাকায় অবস্থিত বিগত বছরগুলোতে যথাযথভাবে লোড ব্যবস্থাপনার ফলে সার্বিক চাহিদায় ১.৬ থেকে ১.৭ ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর পাওয়া গেছে। অন্যান্য সংস্থার ক্ষেত্রে সেচ পাম্পের সংখ্যা ও অবস্থান বিক্ষিপ্তভাবে থাকায় ডাইভারসিটি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তার কোন প্রভাব পড়ে না।

২০২২ মৌসুমে স্থাপিতব্য সেচ পাম্পের বিদ্যুৎ চাহিদা

অঞ্চল	আরইবি	পিভিবি	নেসকো	ওজোপাডিকো	ডিপিভিসি	ডেসকো	মোট	%
ঢাকা	১৪৯.০৭	-	-	-	০.৪৪	০.১৫৯	১৪৯.৬৭	৬.০৭
ময়মনসিংহ	৩৪৫.৯৮	১৭৪.৮০	-	-	-	-	৫২০.৭৮	২১.১৩
সিলেট	৪০.০৭	১.২১	-	-	-	-	৪১.২৯	১.৬৮
কুমিল্লা	১৪৮.৭৪	১৬.৯৫	-	-	-	-	১৬৫.৭০	৬.৭২
চট্টগ্রাম	২০.৯২	৬.৩০	-	-	-	-	২৭.২২	১.১০
খুলনা	২৬৮.৮৪	-	-	৬৪.৮৩	-	-	৩৩৩.৬৭	১৩.৫৪
বরিশাল	১১.৩৬	-	-	১.৩৮	-	-	১২.৭৫	০.৫২
রাজশাহী	৪৯৯.০৮	-	৬২.৭৩	-	-	-	৫৬১.৮২	২২.৭৯
রংপুর	৫৫৩.৪৭	-	৯৮.৬২	-	-	-	৬৫২.০৯	২৬.৪৫
সকল অঞ্চল	২০২৭.৩৫	১৯৯.২৭	১৬১.৩৫	৬৬.২১	০.৪৪	০.১৫৯	২৪৬৪.৯৯	১০০

আসন্ন সেচ মৌসুমে (২০২২) বিদ্যুতের চাহিদা

২০২২ সেচ মৌসুমে সেচ পাম্পের সংস্থাওয়ারী বিদ্যুৎ চাহিদা মোট ২৪৬৪.৯৯ (মেঃ ওঃ)



বিদ্যুৎ উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মোট সক্ষমতা ২৫,০০০ মেগাওয়াট। ২০২১ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৪,০০০ মেঃওঃ এর বিপরীতে উৎপাদনের পরিমাণ ২৫,২৩৫ মেঃওঃ (তারিখ: ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১)। সেচ মৌসুমে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে পর্যাপ্ত গ্যাস না পেলে বিদ্যুতের চাহিদা যোগান দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তবে সেচ মৌসুমে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও পর্যাপ্ত উৎপাদন ক্ষমতা থাকায় চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

চাহিদা ও উৎপাদনের পরিমাণ

বর্তমান ব্যবস্থার ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি বাস-বার থেকে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলো ৩৩ কেভি ফিডারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ গ্রহণ করে। সেগুলোর সর্বোচ্চ চাহিদা যুগপৎ সংগঠিত হয় না। ফলে মোট চাহিদা এসব ফিডারের গাণিতিক যোগফলের সমান নয় বরং কিছুটা কম।



৩৩ কেভি ফিডার প্রান্তে সকল ফিডারের সর্বোচ্চ চাহিদার যোগফল	= ১৬,১২৫ মেগাওয়াট
গ্রীড উপকেন্দ্র প্রান্তে চাহিদা ১৬১২৫/১.১৭ (ডাইভারসিটি)	= ১৩,৭৮২ মেগাওয়াট
৩.০ % সঞ্চালন লস ধরে নিট উৎপাদন = গ্রীড উপকেন্দ্রে চাহিদা / ০.৯৭	= ১৪,২০৮ মেগাওয়াট
৪% (স্টেশন ব্যবহার+স্টেপ-আপ) ধরে গ্রস উৎপাদন প্রয়োজন = নিট উৎপাদন/০.৯৬	= ১৪,৮০০ মেগাওয়াট

বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলোর চাহিদার ভিত্তিতে উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর, সঞ্চালন লস এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নিজস্ব ও অগ্নিলিয়ারি ব্যবহার বিবেচনায় আনতে হয়। উপরের চিত্রে এর উদাহরণ দেখানো হয়েছে। ৩৩ কেভি ফিডারের উৎসে বিদ্যুৎ সংস্থাগুলোর সর্বোচ্চ মোট চাহিদার যোগফল ১৬,১২৫ মেগাওয়াট হলে উপরিউক্ত ডাইভারসিটি অনুসারে গ্রীড উপকেন্দ্র প্রান্তে ১৩,৭৮২ মেগাওয়াট সরবরাহ হতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সরবরাহ পর্যায়ে হতে সঞ্চালন হয়ে বিতরণ পর্যন্ত ৩% সঞ্চালন লস ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে ১৩২/২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইনের উৎস প্রান্তে লোডের চাহিদা ১৪,২০৮ মেগাওয়াট। স্টেশন ব্যবহার এবং স্টেপআপ লস ৪% বিবেচনায় জেনারেটর টার্মিনালে গ্রস উৎপাদন ১৪,৮০০ মেগাওয়াট নিশ্চিত করতে হবে।

সার্বিক বিদ্যুৎ চাহিদা ও উৎপাদন পরিস্থিতি

সেচ মৌসুমের সংশ্লিষ্ট মাসগুলোতে চলতি বছরের অনুমিত লোডের সাথে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা প্রান্তে গত বৎসরের রেকর্ডকৃত বিদ্যুৎ চাহিদার তুলনামূলক বিবরণ নিম্নবর্ণিত টেবিলে প্রদর্শিত হয়েছে। এখানে গ্রবৃদ্ধির হার ৭% ধরা হয়েছে; যা চাহিদা পূর্বাভাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।



পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্রীড উপকেন্দ্র

সার্বিক বিদ্যুৎ চাহিদা

বিগত এবং চলমান সেচ মৌসুমে বিতরণ অঞ্চলে মোট তুলনামূলক বিদ্যুৎ চাহিদা (মেগাওয়াট)

অঞ্চল	জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল	
	২০২১	২০২২	২০২১	২০২২	২০২১	২০২২	২০২১	২০২২
ঢাকা	৩৮০৮	৪০৭৫	৪৯৫৪	৫৩০১	৫৩৮১	৫৭৫৮	৫৯০৩	৬৩১৬
চট্টগ্রাম	১১০৫.৩	১১৮৩	১৩৩১	১৪২৪	১৪৩৫	১৫৩৫	১৪৫৬	১৫৫৮
ময়মনসিংহ	৫৮৯.৫৭	৬৩১	৬৬৪	৭১১	৭২৯.৭	৭৮০.৮	৭২২	৭৭৩
সিলেট	৪২১.৫৮	৪৫১	৪৯৪	৫২৯	৫৩৫	৫৭২.৫	৫৭৪	৬১৪
কুমিল্লা	৯৮৭.৬১	১০৫৭	১১৮০	১২৬৩	১৩৪২	১৪৩৬	১৩২৭	১৪২০
খুলনা	১৩২২.৫	১৪১৫	১৬০৬	১৭১৮	১৬৬০	১৭৭৬	১৭৬০	১৮৮৩
বরিশাল	২০৪.৩৭	২১৯	২৪৯	২৬৭	২৭২.৯	২৯১.৯	২৯৩	৩১৪
রাজশাহী	১২২৯.৪	১৩১৫	১৪৫৬	১৫৫৮	১৬৪০	১৭৫৫	১৭৫৪	১৮৭৬
রংপুর	৮৪২.০৯	৯০১	১০৬৩	১১৩৭	৮৬৭.৮	৯২৮.৫	৯৪৬	১০১২
মোট চাহিদা	১০৫১১	১১২৪৬	১২৯৯৮	১৩৯০৮	১৩৮৬৩	১৪৮৩৩	১৪৭৩৫	১৫৭৬৬

সেচ লোড মূলতঃ জানুয়ারির মাঝামাঝি আসতে থাকে। রাজশাহী বিভাগে এ সময় থেকে সেচের পাম্প চালু হতে থাকে। ২/৩ সপ্তাহ পরে শুরু হয় ঢাকা বিভাগের সেচ পাম্প। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ খুলনা ও বরিশাল বিভাগে সেচ ব্যবস্থা কিছুটা বিলম্বে শুরু হয়। কৃষি জমির প্রস্তুতির সাথে বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত। তবে এপ্রিল মাসে সেচের জন্য বিদ্যুৎ চাহিদা সর্বোচ্চ হয়।

বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা সমূহ থেকে চলতি সেচ মৌসুমের সম্ভাব্য পাম্প সংখ্যা, সেচ লোড এবং চাহিদার উপাত্ত প্রদান করা হয়েছে। লোড ডেসপ্যাচের দায়িত্ব পিজিসিবি কর্তৃক গ্রীড উপকেন্দ্র ভিত্তিক এবং সামগ্রিক সিস্টেমের সম্ভাব্য চাহিদার পূর্বাভাস দেয়া হয়ে থাকে। বিগত বৎসরের চাহিদার উপর বাৎসরিক লোড প্রবৃদ্ধি ৭% ধরে চলতি বৎসরের জানুয়ারি মাসের শুরু থেকে এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ চাহিদার পূর্বাভাস তৈরি করা হয়েছে। বিউবো থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপরোক্ত সময়ের জন্য সম্ভাব্য উৎপাদনের পূর্বাভাস তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গ্রীড উপকেন্দ্র প্রান্তে প্রাপ্ত বিদ্যুতের পরিমাণ এস জেনারেশনের প্রায় ৯৩% অর্থাৎ এস জেনারেশন গ্রীড উপকেন্দ্র পর্যন্ত পাঠাতে প্রায় ৭% লস হচ্ছে। আবার বিদ্যুৎ সংস্থাগুলোর সম্মিলিত চাহিদা ও প্রকৃত চাহিদার মধ্যে ১৭% কো-ইন্টিডেন্টাল সাশ্রয় হয়। সুতরাং ঘাটতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি রয়েছেঃ

(ক) এস জেনারেশন এর সাথে সংস্থাগুলোর সম্মিলিত চাহিদাকে তুলনা করা।

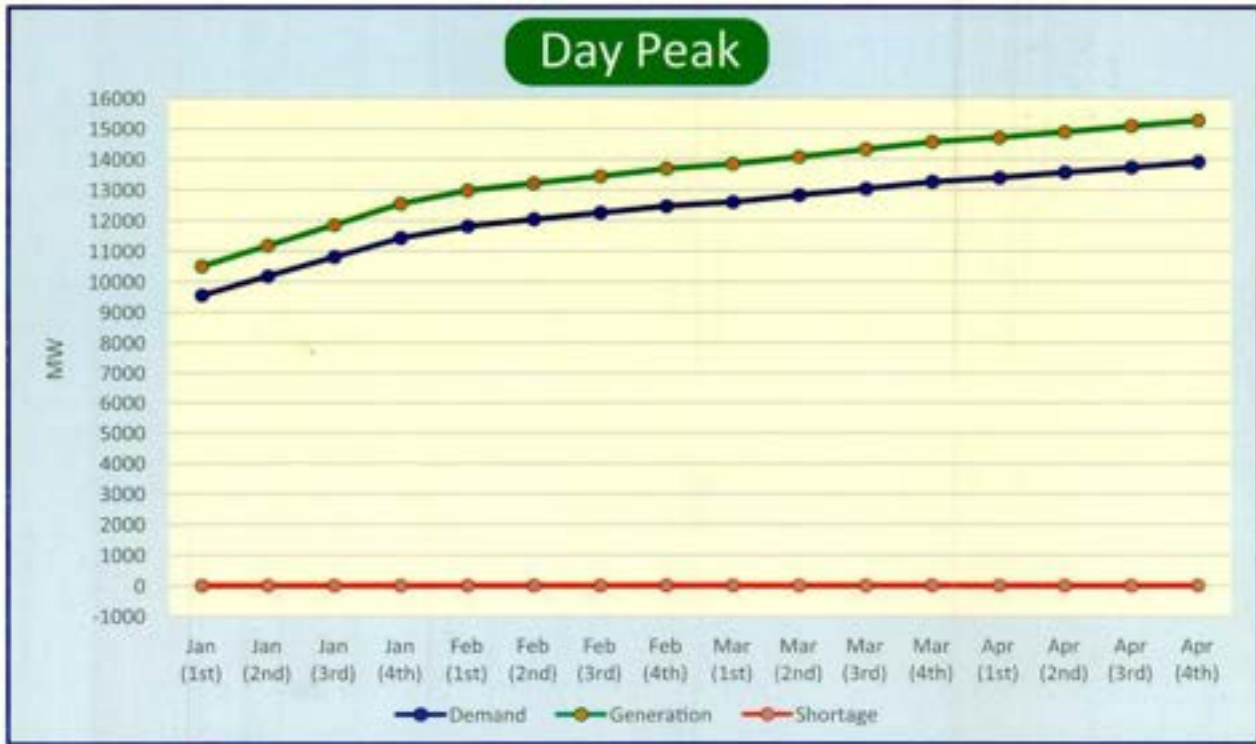
(খ) নীট জেনারেশন এবং গ্রীড উপকেন্দ্রে প্রতিফলিত কো-ইন্টিডেন্টাল চাহিদা এর পার্থক্য ধরা।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি কারিগরী দিক থেকে যুক্তিসূক্ত। কিন্তু বর্তমান মিটারিং ব্যবস্থায় তাৎক্ষণিক নীট জেনারেশন নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে প্রতি ১(এক) ঘণ্টা পরপর এস উৎপাদন তথ্য রেকর্ড করা হয়। তাই উপাত্তের লভ্যতা বিবেচনায় (ক)-তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে আসছে।

আসন্ন সেচ মৌসুম শুরুর দিকে সেচ সময়কালীন (রাত ১১.০০ থেকে সকাল ৭.০০ টা) মোট বিদ্যুৎ চাহিদা ১১,২৪৬ মেগাওয়াট ধরা হয়েছে; যা ক্রমাগত বেড়ে এপ্রিল-মে/২০২২ মাসে ১৬,২৭৬ মেগাওয়াটে বৃদ্ধি পাবে। এই সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৭,৩০৯-১৭,৮৬৯ মেগাওয়াটে উঠানামা করবে।

এসব তথ্যের ভিত্তিতে অনুমিত হয় যে, সেচ সময়কালীন প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ থাকলে কোন বিদ্যুৎ ঘাটতি থাকবে না। এটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি। প্রত্যাশার বাইরেও কোন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদনে বিদ্যুৎ ঘটলে ঘাটতি হতে পারে। দিবাকালীন এবং সেচকালীন পিক সময়ের জন্য সম্ভাব্য চাহিদা উৎপাদন অনুসারে অঞ্চল ভিত্তিক চার্জে বর্ণিত হয়েছে।

Projected Demand & Generation During Irrigation 2022

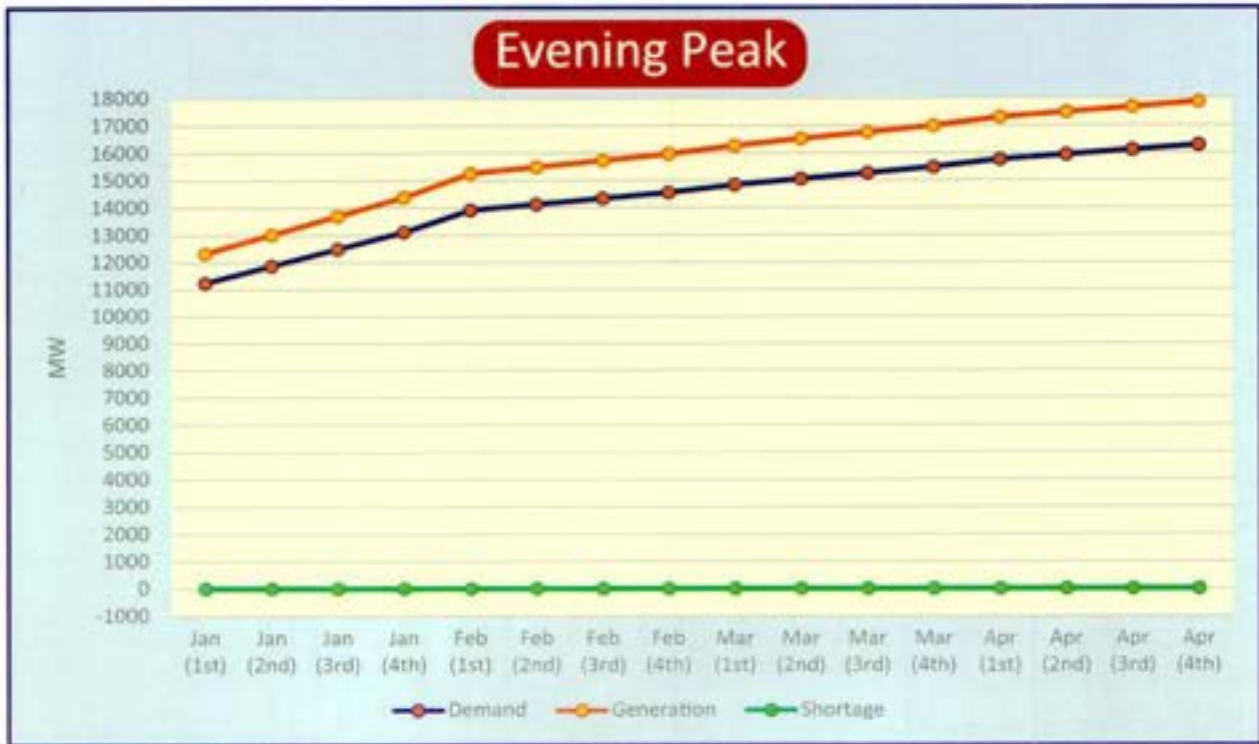


	Jan (1st)	Jan (2nd)	Jan (3rd)	Jan (4th)	Feb (1st)	Feb (2nd)	Feb (3rd)	Feb (4th)	Mar (1st)	Mar (2nd)	Mar (3rd)	Mar (4th)	Apr (1st)	Apr (2nd)	Apr (3rd)	Apr (4th)
Demand	9660	10182	10804	11426	11822	12038	12254	12470	12608	12826	13044	13262	13401	13571	13741	13911
Generation	10495	11178	11861	12543	12978	13215	13452	13689	13842	14081	14320	14560	14712	14899	15086	15272
Shortage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



আরইবি'র উত্তরাঞ্চলীয় সেচ কার্যক্রম

Projected Demand & Generation During Irrigation 2022

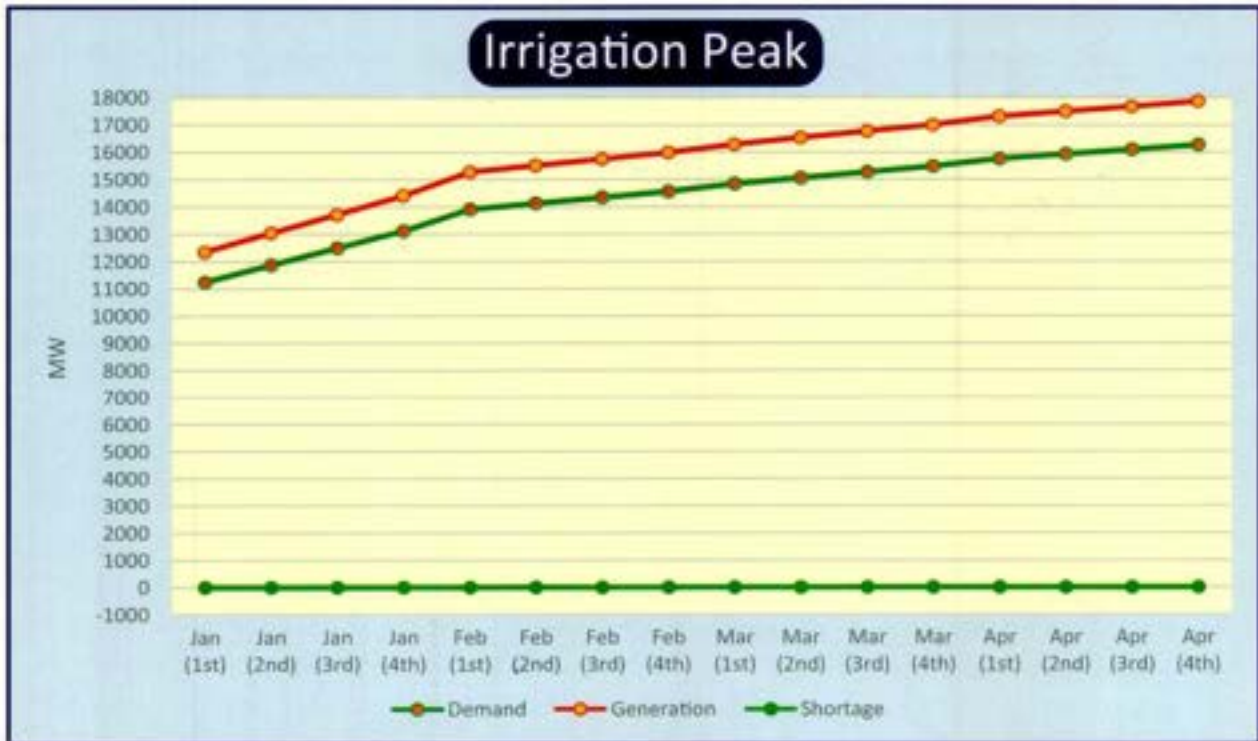


	Jan (1st)	Jan (2nd)	Jan (3rd)	Jan (4th)	Feb (1st)	Feb (2nd)	Feb (3rd)	Feb (4th)	Mar (1st)	Mar (2nd)	Mar (3rd)	Mar (4th)	Apr (1st)	Apr (2nd)	Apr (3rd)	Apr (4th)
Demand	11247	11869	12491	13113	13908	14124	14340	14556	14833	15051	15269	15487	15766	15936	16106	16276
Generation	12347	13030	13713	14395	15268	15505	15743	15980	16284	16524	16763	17002	17309	17495	17682	17869
Shortage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



গজোপাড়িকো এর সেচ কার্যক্রমের খন্ডচিত্র।

Projected Demand & Generation During Irrigation 2022



	Jan (1st)	Jan (2nd)	Jan (3rd)	Jan (4th)	Feb (1st)	Feb (2nd)	Feb (3rd)	Feb (4th)	Mar (1st)	Mar (2nd)	Mar (3rd)	Mar (4th)	Apr (1st)	Apr (2nd)	Apr (3rd)	Apr (4th)
Demand	11247	11869	12491	13113	13908	14124	14340	14556	14833	15051	15269	15487	15766	15936	16106	16276
Generation	12347	13030	13713	14396	15268	15505	15743	15980	16284	16524	16763	17002	17309	17495	17682	17869
Shortage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



আরইবি'র সেচ কার্যক্রমের খন্ডচিত্র।

লোড বন্টন

বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা সমূহের চাহিদা অনুসারে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাস্তবে বিভিন্ন প্রতিকূলতার ফলে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। তবে বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা প্রশংসনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে লোড শেডিং এর সম্ভাবনা নেই।

উৎপাদিত বিদ্যুৎ যখন কম থাকে, তখন চাহিদার অনুপাতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঠিকভাবে বন্টন করাই হচ্ছে যৌক্তিক ব্যবস্থা। তবে, স্থাপনার গুরুত্ব অনুসারে কিছুটা তারতম্য হতে পারে।

পিজিসিবি'র প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী বর্তমানে ১৬২ টি গ্রীড উপকেন্দ্র হতে ৯ টি অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। এসব গ্রীড উপকেন্দ্র হতে ৩৩ কেভি ফিডারের মাধ্যমে বিউবো, আরইবি, ডিপিভিসি, ডেসকো, নওজোপাডিকো ও ওজোপাডিকো বিদ্যুৎ সরবরাহ পেয়ে থাকে। এসব ফিডারের আওতায় বিপুল সংখ্যক ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র বিদ্যমান।

বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন পরিস্থিতিতে ৯ (নয়) টি অঞ্চলের মধ্যে উপকেন্দ্রভিত্তিক লোড বন্টনের হিসেব যথাসময়ে করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গ্রস উৎপাদন থেকে স্টেশন/ অসিলিয়ারি ব্যবহার ও সম্মালন লস (উভয় মিলে প্রায় ৭%) বাদ দিয়ে অবশিষ্ট লোড (রিজার্ভ ২৫০ মেঃওঃসঃ) চাহিদার অনুপাতে বন্টন করা হয়ে থাকে।

কোন অঞ্চলে আনুপাতিক প্রাপ্যতার বেশী লোড বন্টনের আবশ্যিকতা থাকলে কেন্দ্রীয় সেচ লোড ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ঐ পরিমাণ লোড অন্যান্য এক বা একাধিক অঞ্চলের বরাদ্দ থেকে কমাতে হবে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও সেচ সময়ে (রাত ১১:০০ টা থেকে সকাল ০৭:০০ টা পর্যন্ত) সেচ লোড চাহিদা (সম্ভাব্য) অনুসারে লোড বরাদ্দের প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।



নেসকো এর সেচ কার্যক্রমের খন্ডচিত্র।

সেচের জন্য বিদ্যুতের মান

সেচের জন্য উন্নত ভোল্টেজ, যথাযথ পাওয়ার ফ্যাক্টর এবং সঠিক ফ্রিকোয়েন্সির বিদ্যুৎ সরবরাহ আবশ্যিক। লো-ভোল্টেজ থাকলে পাম্পের মোটর স্টার্ট হয় না। আবার চালু মোটরে লো-ভোল্টেজ বিদ্যমান থাকলে মোটর পুড়ে যায়।

অফ পিক সময়ে চাহিদা কমে গেলে কিছু কিছু বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করতে হয়, নতুবা ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে গিয়ে গ্রীড সিস্টেমের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এ সময়ে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের অধিক উৎপাদন খরচের তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহ বন্ধ করা হয়। আবার লোড ম্যানেজমেন্টের স্বার্থে অফ-পিক সময়ে সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। দেশের রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের সেচ পাম্পের অধিক্য থাকায় চালাওভাবে রাজশাহী ও রংপুরের বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে লো-ভোল্টেজ দেখা দেয়। এই লো-ভোল্টেজ সমস্যা নিরসনে রাজশাহী, রংপুর, বাঘাবাড়ী, সৈয়দপুর, বড়পুকুরিয়া, ঠাকুরগাঁও বিদ্যুৎ কেন্দ্র সেচকালীন সময়ে চালু রাখা প্রয়োজন। বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনে আসায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। লো-ভোল্টেজ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উপকেন্দ্র ও বিতরণ ফিডারে ইতোমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ক্যাপাসিটর ব্যাংক বসানো হয়েছে। তাছাড়া কারিগরী দিক বিবেচনায় কিছু গ্রাহকপ্রান্তে আবশ্যিকভাবে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নীতকরণ প্র্যান্ট বসানো হয়েছে এবং হচ্ছে। সেচ মৌসুম শুরু পূর্বেই প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ কাজ করে স্থাপিত ক্যাপাসিটর ব্যাংক সমূহের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে।

সেচ মৌসুমে লোড ম্যানেজমেন্ট

বিগত বৎসর সমূহে সেচ মৌসুমে সূষ্ঠা লোড ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি সন্তোষজনক অবস্থায় রাখা সম্ভব হয়। এর ফলে সেচ পাম্পে নির্ভরযোগ্য ও মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা ও আশানুরূপ ফলন সম্ভব হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায়, চলতি মৌসুমে অনুরূপ লোড ম্যানেজমেন্ট হাতে নেয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের বর্তমান পরিস্থিতিতে লোড শেডিং হবে না বলে আশা করা যায়। লোড শেডিং হলেও তা সহনীয় পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা নেয়া হবে। এর জন্য প্রয়োজন কার্যকর লোড ম্যানেজমেন্ট। সে লক্ষ্যে লোড ব্যবস্থাপনা নিম্নবর্ণিত দৃষ্টান্তে করা হবে-

ক) ডিমাল্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট এর প্রধান পদক্ষেপ হচ্ছে গ্রাহক সচেতনতা বাড়াওনা, যেন বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা আসে। বিশেষ করে অপ্রয়োজনীয় আলো, পাখা ও শীতাতাপ ব্যবস্থা বন্ধ রাখার জন্য গ্রাহকদের উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। ট্রান্সফরমার চুরি রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত তদারকি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া, কম ওয়াটে বেশী আলো সি.এফ.এল/এলইডি সম্পন্ন বাথ, জ্বালানী দক্ষতা সম্পন্ন যন্ত্রপাতি ও মোটর ব্যবহার প্রভৃতি ডিমাল্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

খ) লোড ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিগত সেচ মৌসুমে (২০২১) রাত ১১.০০ টা থেকে পরবর্তী দিন সকাল ৭.০০ টা পর্যন্ত সেচ পাম্প চালানোর জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। আগত সেচ মৌসুমেও একই সময়সীমায় সেচ পাম্প চালানোর জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হবে। গ্রীড উপকেন্দ্র ভিত্তিক লোড ব্যবস্থাপনা গঠিত কমিটি কাজ করবেন। দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং উপকেন্দ্রগুলির চাহিদার আনুপাতিক হারে লোড বন্টন ও লোড শেডব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করা হলে সন্ধ্যা পিকে সেচ পাম্পের লোড সিস্টেমে কম থাকার কথা, কিন্তু বাস্তবে পিক সময়ে ২০% - ২৫% সেচ পাম্প চলতে দেখা যায়, বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকায়, যেখানে সব সময় মনিটরিং করা সম্ভব হয় না। তবে বেশীর ভাগ কৃষক অফ-পিকে পাম্প চালান এবং নির্ভরযোগ্য ও মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ পেয়ে উপকৃত হন। সেচ মৌসুমের বিভিন্ন দিনের লোড প্যাটার্ন পরীক্ষা করলে অফ পিকের সরবরাহকৃত চাহিদার পরিমাণ থেকে এই সময়ে সেচ পাম্প ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়। আবার অফ-পিকে সরবরাহ বন্ধ থাকলে সময় পুষিয়ে নিতে কিছু পাম্প দিনের বেলায়ও চালানো হয়। সুতরাং সন্ধ্যা এবং দিবা উভয় পিকে সেচ লোডের একটা অংশ বিদ্যমান থাকে।

বিভিন্ন মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা, বিশেষ করে বিতরণ সংস্থার লোকবলের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুতের সুবিধা যথা - মোটর না পোড়া, সেচ চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা প্রভৃতি কৃষকদের অবগত করা হলে লোড ব্যবস্থাপনা সফল হবে।

বিভিন্ন শপিং সেন্টার, মার্কেট এবং দোকানপাট পুরো পিক সময় জুড়ে চালু থাকে। গত বৎসরে এ ধরনের লোড জাতীয় স্বার্থে সন্ধ্যা ৮:০০ টার পর বন্ধ রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যদি এ সময়ের পর একান্তই জরুরী প্রয়োজনে এসব প্রতিষ্ঠান চালু রাখতে হয়, তবে তারা নিজস্ব বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দ্বারা তা করতে পারবেন। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে।

সড়ক বাতির ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রণ আনা যেতে পারে, যেমন একটির পর একটি বাতি চালু রাখা এবং রাস্তার দু'ধারে বাতি থাকলে যে কোন এক দিকের বাতি জ্বালানো। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/বাসা বাড়ীর ইয়ার্ডে লাইটিং এর ব্যাপারে কৃচ্ছতা সাধনের একটি নীতিমালা তৈরী করে তা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত ব্যবস্থার পাশাপাশি আরো কিছু ব্যবস্থা জোরদার করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে লোড সাশ্রয় করে প্রয়োজনীয় স্থানে সরবরাহ করা যাবে যেমন -

১. গ্যাস বিহীন এলাকা চিহ্নিত করে হিটার ব্যবহার বন্ধ করা;
২. লুকিং বা অন্য যে কোন ভাবে অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার বন্ধ করা;
৩. দীর্ঘ মেয়াদী খেলাপী গ্রাহকদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা;
৪. বিল বোর্ড পিক আওয়ারে বন্ধ রাখা;
৫. দোকানে মাত্রাতিরিক্ত বাতি ব্যবহার না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা;
৬. পেট্রোল পাম্প এবং সি.এন.জি রিফিলিং স্টেশনে অতিরিক্ত বাতি ব্যবহার না করা;
৭. পিক আওয়ারে এসি, পানির পাম্প এবং ইলেক্ট্রিক না চালাতে গ্রাহকগণকে উদ্বুদ্ধ করা;
৮. ইয়ার্ড লাইটিং যথাসম্ভব কম করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ গ্রাহকগণকে উদ্বুদ্ধ করা;
৯. ইজিবাইক চার্জিং স্টেশনের মাধ্যমে চার্জিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উপরোক্ত ব্যবস্থাদি ঠিকমতো পালনের সুবিধার্থে লোড ব্যবস্থাপনা কমিটির মনিটরিং এর পাশাপাশি গ্রাহক সচেতনতা তৈরী করতে হবে। যাতে তারা উপরোক্ত কাজগুলির বিষয়ে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থালিকে সহযোগিতা করেন এবং উক্ত বিষয়গুলির ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা স্থানীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ/প্রশাসনকে অবহিত করতে হবে।

বর্তমান শ্রেণিতে লোড ম্যানেজমেন্টের সব প্রচেষ্টার পরও বিদ্যুৎ সরবরাহে কিছু ঘাটতি হতে পারে। এই ঘাটতি রেশনিং এবং রোটেশন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা করে বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরী। জনগণকে প্রকৃত পরিস্থিতি অবহিত করে সহযোগিতার আহবান করা হলে তারা অবশ্যই উদ্বুদ্ধ হবেন। পূর্ব পরিকল্পিত লোড শেডিং পূর্বাঙ্কে জানান দিয়ে, সহনীয় পর্যায়ে রেখে এবং সমভাবে প্রয়োজ্য করা হলে সকলের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য সংস্থাসমূহের করণীয়

বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি পরিগণিত হলে সংশ্লিষ্ট বিতরণকারী সংস্থাসমূহ লোড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ঘাটতি নিরসনপূর্বক সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহকে অধিক গুরুত্ব প্রদানে তুমিকার রাখবে। এক্ষেত্রে সংস্থাসমূহের করণীয় কাজগুলো নিম্নরূপঃ

সাধারণ বিষয়াবলী

- নির্ধারিত সময়ে সেচ পাম্প চালানো। এর ফলে সন্ধ্যা/দিবা পিক-আওয়ারে লোডশেড হ্রাস পাবে।
- এলাকা ভিত্তিক সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহে রোটেশন পদ্ধতি চালু করণ।
- বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সন্ধ্যা ৮.০০ টায় বন্ধকরণ। এতে পিক-আওয়ারে সারাদেশের মানুষের চাহিদামাফিক বিদ্যুৎ প্রদানসহ সেচ কার্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে।
- দৈনিক পত্রিকা, টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়ায় মাধ্যমে সেচ পাম্প অফ-পিক সময়ে চালানোসহ বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়ার জন্য সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ বিজ্ঞাপন প্রচার।
- প্রয়োজনে শহর এলাকায় দিনের বেলায় (অফ-পিক সময়ে) এলাকা ভিত্তিক লোড শেডিং করা।
- লো ভোল্টেজ সমস্যা নিরসনে স্থাপিত ক্যাপাসিটর ব্যাংক চালু রাখার ব্যবস্থা করা।
- জরুরী ভিত্তিতে নতুন ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন করা।
- সেচ কার্যে বিদ্যুতের ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেচ সংক্রান্ত wet and dry তত্ত্ব প্রয়োগের প্রচারণা জোরদার করতে হবে।
- ক্যাপাসিটর নিশ্চিত করতঃ পাম্পে সংযোগ প্রদান করা।
- সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ সহ লোড শেডিং হ্রাস করণে স্থানীয় কর্মকর্তাদের নিয়ে লোড বন্টন ও মনিটরিং কমিটি গঠন করা।

- ইমার্জেন্সী ও ট্রলিবাহিত ট্রান্সফরমারসহ অন্যান্য মালামালের পর্যাপ্ত মজুদ নিশ্চিত করা।
- কেন্দ্রীয় ভাবে মনিটরিং টীম গঠন করা এবং উক্ত টীম দ্বারা মাঠ পর্যায়ে লোড বন্টন/সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ মনিটরিং কাজ তদারকী করা।
- উত্তরাঞ্চলে সেচ মৌসুমে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কয়লা সংগ্রহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- সেচ মৌসুমে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণের দ্বারা লোড ডেসপাচ কার্যক্রম নিবিড় ভাবে মনিটরিং করা।
- বিপিসি থেকে জ্বালানী তেল সরবরাহ এবং রেলওয়ে থেকে ওয়্যারন গ্রাণ্ডি ও নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা নিশ্চিত করা।
- রিজার্ভ ২৫০ মেঃওঃ লোডকে সেচকালীন সময়ের বাইরে সেচ লোড ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক দরকার মোতাবেক বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যবহার করা।

কারিগরী বিষয়াবলী

- সেচের সময়ে লো ভোল্টেজ নিরসনে উত্তরাঞ্চলে দিবাভাগেও তরল জ্বালানী ভিত্তিক রংপুর সৈয়দপুর ও ঠাকুরগাঁও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ চালু রাখার ব্যবস্থা নেয়া।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহে গ্যাস, কয়লা ও তরল জ্বালানী সরবরাহ ও মজুদ নিশ্চিত করণ।
- বিতরণ লাইন/উপকেন্দ্রসমূহের সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ সেচ মৌসুম শুরু পূর্বে সম্পন্নকরণ।
- গ্রীড উপকেন্দ্র/সঞ্চালন লাইনসমূহের সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ সেচ মৌসুম শুরু পূর্বে সম্পন্নকরণ।
- সেচ মৌসুমে জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ট্রান্সফরমার/লাইনের মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ করে মজুদ নিশ্চিত করণ।
- সিরাজগঞ্জ, কাটাখালি ও সান্তাহার এর বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহ উৎপাদনে থাকলে তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

এছাড়া নিম্নবর্ণিত কিছু চ্যালেঞ্জ থেকে যাবে, যা সেচ লোড ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যাবে বলে আশা করা যায়।

১. সেচের জন্য ব্যবহৃত বিদ্যুৎ অন্য খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।
২. সেচের জন্য ব্যবহৃত বিদ্যুৎ এর সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা (সর্বনিম্ন পরিমাণ পানি উত্তোলন)। BADC/কৃষি বিভাগ এই বিষয়টি সমন্বয় করতে পারে।
৩. সেচ বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় সাহায্যের জন্য জনগনকে সচেতন করা।
৪. দূরবর্তী অঞ্চলে ট্রান্সফর্মার চুরি রোধ।
৫. বিদ্যুৎ সঞ্চালন সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় রাখা।

বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট কার্যকর থাকা প্রয়োজন। বিদ্যুৎ কেন্দ্র মেরামত কাজ, সঞ্চালন/বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র যথাযথভাবে পরিচালন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং প্রয়োজনে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে বিদ্যুতের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় একযোগে কাজ করতে হবে। বিতরণ ব্যবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণের কাজে বিদ্যুৎ সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলে তা পূর্ব থেকে গ্রাহককে অবহিত করতে হবে।



সোলার সেচ কার্যক্রমের স্থিরচিত্র।

“

সরকারি কর্মচারীদের প্রতি আমার নির্দেশ
দায়িত্ব পালনে আরো মন দিন।
প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করুন।

-বঙ্গবন্ধু

”

গ্রীড ভিত্তিক লোড রেশিও নির্ধারণ

“

শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

”



মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে চলতি সেচ মৌসুমের প্রস্তুতিমূলক সভার খন্ডচিত্র।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ

পাওয়ার সেল

(বিদ্যুৎ ভবন ১০ তলা)

১, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

www.powercell.gov.bd, www.mper.gov.bd

স্মারক নং-২৭.৭১.০০০০.০০৪.০৬.০১৬.১৭-১০০৪

তারিখঃ ১২ আশ্বিন ১৪২৫ বাংলা
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়ঃ লোড বরাদ্দের রেশিও পুননির্ধারণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে আগষ্ট ২০১৮ইং মাসে দেশব্যাপী সংস্থা/কোম্পানিসমূহের ৩৩ কেভি উপকেন্দ্র লেভেলে পরিমাপকৃত লোডের ভিত্তিতে জৈনভিত্তিক রেশিও এবং সংস্থা/কোম্পানিভিত্তিক লোড রেশিও এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল। উল্লেখ্য বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানির ৩২০ মেঃ ওঃ সংরক্ষিত লোড পূর্বের ন্যায় অপরিবর্তিত থাকবে।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ হোসাইন)
মহাপরিচালক

ফোনঃ ৯৫৫৬০৪০

E-mail: dg@powercell.gov.bd



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ

পাওয়ার সেল

(বিদ্যুৎ ভবন ১০ তলা)

১, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

www.powercell.gov.bd, www.mper.gov.bd

স্মারক নং-২৭.৭১.০০০০.০০৪.০৬.০৩৬.১৬-১১৩৯

তারিখ: ১৯/১০/২০১৭ খ্রি:

বিষয়: লোড শেয়ারিং প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: গত ০৮-০৮-২০১৭ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বিদ্যুতের উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত নং-৫

বর্ণিত বিষয়ে গত ০৮-০৮-২০১৭ইং তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত (সংযুক্তি-১)। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমগ্র দেশের ০৯টি জোনের বিদ্যুৎ সরবরাহ তথ্য পর্যবেক্ষণের জন্য গত ০৮-০৬-২০১৭ইং তারিখ হতে ০৭-০৮-২০১৭ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে সকল বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর তথ্য সংগ্রহ করা হয় (সংযুক্তি-২)। সংগৃহীত তথ্য পর্যবেক্ষণে দেখা যায় সারা দেশে পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে উত্তরাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে এই চিত্র প্রকট। মন্ত্রণালয়ের লোড ম্যানেজমেন্ট কমিটি কর্তৃক লোড বন্টনের যে অনুপাত ঠিক করে দেওয়া হয় তা মাঠ পর্যায়ে মানা হচ্ছে না। ফলে ঐ সকল এলাকার পবিসে লোডশেডিং বেশী হয়েছে। এ বিষয়ে পিজিসিবি থেকেও বর্ণিত সময়ের গ্রীড প্রান্তের লোড শেয়ারিং ডাটা সংগ্রহ করা হয় (সংযুক্তি-৩)। এতে দেখা যায়, মাঠ পর্যায়ে লোড বন্টনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অনিয়ম আছে। বিষয়টি নিয়ে বিউবো, পবিবো ও পিজিসিবির বিভিন্ন স্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করে জানা যায়, স্থানীয়/জোনাল পর্যায়ে লোড বরাদ্দ কমিটির প্রধান বিউবোর প্রধান প্রকৌশলী। ফলে লোড বরাদ্দের ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে থাকে। তবে লক্ষণীয় যে, গ্রীড লেভেল অনিয়ম/বৈষম্য হয়ে থাকলেও পিজিসিবির কোন মনিটরিং নেই। পিজিসিবির শিথিল নিয়ন্ত্রণের কারণেও গ্রীড পর্যায়ে অনুপাত অনুযায়ী লোড বন্টনে বৈষম্য হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ ০৮/০৬/২০১৭ইং তারিখ হতে ০৭/০৮/২০১৭ইং পর্যন্ত রাজশাহী জোনের রাজশাহী গ্রীডের লোড শেয়ারিং তথ্য পর্যালোচনা দেখা যায়, দিবা ও সাক্ষ্যকালীন সময়ে আরইবির প্রাপ্যতা ৫৩% ও ৪১%। অপরদিকে দিবা ও সাক্ষ্যকালীন সময়ে নেসকো প্রাপ্যতা ৪৭% ও ৫৯%। কিন্তু ঐ সময়ে (০৮/০৬/২০১৭ ও ০৭/০৮/২০১৭ইং) দিনে ও রাতে আরইবি পেয়েছে গড়ে মাত্র ৩০%। এ বিষয়ে এনএলডিসির মাধ্যমে রাজশাহী গ্রীডের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব এমরান এর সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়। তিনি জানান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৭/০৬/২০১৭ইং তারিখে জারীকৃত লোড বন্টনের আদেশ তার জানা নাই অর্থাৎ তিনি এই আদেশের কপি পান নাই। তিনি নেসকো রাজশাহী জোনের প্রধান প্রকৌশলীর ০৬/০১/২০১৭ ইং তারিখে জারীকৃত আদেশ অনুযায়ী লোড বন্টন করে আসছেন (সংযুক্তি-৪)। এ বিষয়ে এনএলডিসির প্রধান প্রকৌশলীর জবাব পরিষ্কার নয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লোড বন্টনের রেশিও মাঠ পর্যায়ে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না এবং পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় প্রাপ্যতার চেয়ে কম লোড বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, ন্যায্যতার ভিত্তিতে বিতরণ এলাকাসমূহে লোড বন্টন ও বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে:

- ১) বিভিন্ন বিতরণ সংস্থার জন্য নির্ধারণকৃত বিদ্যুৎ প্রাপ্তি অনুপাত অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;
- ২) গ্রীড পর্যায়ে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহকে রেশিও অনুযায়ী লোড সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা এনএলডিসি কর্তৃক সে বিষয়ে মনিটরিং জোরদার করতে হবে;
- ৩) রেশিও অনুযায়ী গ্রীড পর্যায়ে লোড বন্টনে অনিয়মের জন দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;
- ৪) পিজিসিবির সঞ্চালন লাইন ও গ্রীড সাব-স্টেশন সমূহের প্রয়োজনীয় আপগ্রেডেশন নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে;
- ৫) বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে রেশিও অনুযায়ী লোডের সৃষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত ও সার্বিক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা যেতে পারে;
- ৬) সংশ্লিষ্ট বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের পুরাতন ট্রান্সফরমার সমূহ ও ভারলোড মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- ৭) যৌক্তিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত অনুশাসন মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত মনিটরিং করা প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত/-

(মোহাম্মদ হোসাইন)

মহাপরিচালক

ফোন: ৯৫৫৬০৪০

E-mail: dg@powercell.gov.bd

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানি ভিত্তিক সর্বোচ্চ লোডের বিবরণ

ক্রঃ নং	জোনের নাম	দিবা পিক (মে২০১৭)						সন্ধ্যা পিক (মে২০১৭)						মন্তব্য	
		বিটবো	রাপবিবো	ডিপিডিসি	ডেসকো	ওজোপডিকো	নেসকো	মেট্রি	বিটবো	রাপবিবো	ডিপিডিসি	ডেসকো	ওজোপডিকো		নেসকো
১	ঢাকা	-	১৭৮০	১০৮৩	৮৪৯	-	-	৩৭১২	-	১৮৭৭	১০১৭	৮৮৩	-	-	৩৭৭৭
২	ময়মনসিংহ	৩৯৮	৪৮৫	-	-	-	-	৮৮১	৪৩৯	৬০৬	-	-	-	-	১০৪৫
৩	কুমিল্লা	৩৩২	৭০৫	-	-	-	-	১০৩৭	৩৫৫	৯৯০	-	-	-	-	১০১৫
৪	সিলেট	২০৭	২৫৩	-	-	-	-	৪৯০	২২৮	৪০৬	-	-	-	-	৬০৪
৫	চট্টগ্রাম	১২৭৫	২২৫	-	-	-	-	১৫০০	১২১০	৩৪১	-	-	-	-	১৫৫১
৬	রাজশাহী	-	১২০৭	-	-	-	-	৪৬৩	১৬৭০	-	-	-	-	৪৪৬	১৮৭৬
৭	রাংপুর	-	৭৫৪	-	-	-	-	২৭৩	১০৩৭	-	-	-	-	২৭৫	১১০৫
৮	খুলনা	-	১১২৯	-	-	৪০৮	-	১৫৩৭	-	১৪২৬	-	-	৫৪৪	-	১৯৭০
৯	বরিশাল	-	২০৭	-	-	৯৯	-	৩০৬	-	২৫২	-	-	৯৪	-	৩৪৬
	মেট্রি	২২১০	৬৭২৫	১০৮৩	৮৪৯	৫০৭	৭৩৬	১২১১০	২২৩২	৮১২৮	১০১৭	৮৮৩	৬৩৮	৭২১	১০৬১৯
	শতকরা (%)	১৮.২৫	৫৫.৫৩	৮.৯৪	৭.০১	৪.১৯	৬.০৮	১০০	১৬.৫৬	৫৯.৬৮	৭.৪৭	৬.৪৮	৪.৬৮	৫.২৯	১০০

(১) জোন ভিত্তিক লোড বরাদ্দের রেশিও (দিবা ও সন্ধ্যাকালীন পিক)

ক্রঃ নং	জোনের নাম	দিবা পিক	সন্ধ্যা পিক
১	ঢাকা	০.৪	০.৩৬
২	ময়মনসিংহ	০.০৬৬	০.০৭২
৩	কুমিল্লা	০.০৮৬৭	০.১
৪	সিলেট	০.০৩৪	০.০৪২
৫	চট্টগ্রাম	০.১২	০.১০৫
৬	রাজশাহী	০.১০৪	০.১১৪
৭	রাংপুর	০.০৫৮	০.০৫৮
৮	খুলনা	০.১১১৮	০.১২৬
৯	বরিশাল	০.০১৭	০.০২
		১	১

(২) সংস্থা/কোম্পানি ভিত্তিক লোড বরাদ্দের রেশিও (দিবা ও সন্ধ্যাকালীন পিক)

ক্রঃ নং	জোনের নাম	দিবা পিক						সন্ধ্যা পিক					
		বিটবো	রাপবিবো	ডিপিডিসি	ডেসকো	ওজোপডিকো	নেসকো	বিটবো	রাপবিবো	ডিপিডিসি	ডেসকো	ওজোপডিকো	নেসকো
১	ঢাকা	-	৪০%	৩৪%	১৫%	-	-	-	৪৩%	৩২%	২৫%	-	-
২	ময়মনসিংহ	৪৫%	৫৫%	-	-	-	-	৪২%	৫৭%	-	-	-	-
৩	কুমিল্লা	৩২%	৬৯%	-	-	-	-	২৭%	৭৩%	-	-	-	-
৪	সিলেট	৪৫%	৫৫%	-	-	-	-	৩৬%	৬৪%	-	-	-	-
৫	চট্টগ্রাম	৮৫%	১৫%	-	-	-	-	৭৮%	২২%	-	-	-	-
৬	রাজশাহী	-	৬১%	-	-	-	-	৩৯%	৭০%	-	-	-	৩০%
৭	রাংপুর	-	৫৯%	-	-	-	-	৪১%	৬৪%	-	-	-	৩৬%
৮	খুলনা	-	৬৬%	-	-	৪২%	-	-	৬৭%	-	-	৩৩%	-
৯	বরিশাল	-	৫১%	-	-	৪৯%	-	-	৬৫%	-	-	৩৫%	-

লোড অনুযায়ী গ্রীড ভিত্তিক লোড রেশিও নির্ধারণ

ক্র. নং	জেতার নাম	গ্রীডের নাম	মোট লোড (মেগাওয়াট)		জেতার লোড বিতরণের মধ্যে গ্রীডের লোডশতা (%)		গ্রীডের লোডবিতরণের মধ্যে লোডের লোডশতা (%)					
			বিভাবকালীন	সম্মতকালীন	দিবা	সন্ধ্যা	আরইবি		অন্যান্য লোড			
							দিবা	সন্ধ্যা	দিবা	সন্ধ্যা		
১	ঢাকা	হাটপুর	৩৭১২	৩৭৭৭	৩.৯০%	৩.৯৭%	১০০%	১০০%	০%	০%		
২		ধামরাই			৩.৭৯%	৩.৩২%	১০০%	১০০%	০%	০%		
৩		মমনগঞ্জ			৩.৯৭%	৩.৩৭%	৪৩%	৪৯%	৩৪%	৩১%		
৪		হাসেনাবাদ			১০.৯৯%	১২.৩২%	৮৪%	৯৩%	১৩%	৭%		
৫		ককিলপুর			১০.০৭%	১০.৩৪%	১০০%	১০০%	০%	০%		
৬		মন্ডিকগঞ্জ			৪.৭৯%	৪.৩২%	১০০%	১০০%	০%	০%		
৭		জয়দেবপুর			১০.২৬%	৯.২২%	১০০%	১০০%	০%	০%		
৮		নরসিংদী			৭.১৪%	৭.০৯%	১০০%	১০০%	০%	০%		
৯		তুলনা			১১.২৩%	১০.০৭%	১০০%	১০০%	০%	০%		
১০		লালার			৬.৪৭%	৬.৯৩%	১০০%	১০০%	০%	০%		
১১		সেনাবাগী			৪.৩২%	৪.৩২%	১০০%	১০০%	০%	০%		
১২		দুর্গাপাড়া			৩.৯৩%	৩.৩০%	১০০%	১০০%	০%	০%		
১৩		হীমগড়			৩.৩৩%	৩.৭৩%	১০০%	১০০%	০%	০%		
১৪		রাজেশ্বরপুর			৩.৯৭%	৩.৯৪%	১০০%	১০০%	০%	০%		
১৫		ককরা			১০.৯৯%	১১.৩১%	১০০%	১০০%	০%	০%		
১৬		হাটহাজারী			৩.০০%	৩.৩৩%	৩৩%	৩৬%	৩৭%	৩২%		
১৭		মমনগাতি			৩.৩০%	৪.৩২%	৩৪%	৩৩%	৪৩%	৩৭%		
১৮		কুলশী			৯.৩৩%	৮.৯০%	১০০%	১০০%	০%	০%		
১৯	হালীশহর	৯.৩৩%	৯.২২%	১০০%	১০০%	০%	০%					
২০	বাগো আউলিয়া	১২.৪০%	১০.৭১%	৪৯%	৩৮%	৩২%	৪২%					
২১	শিকলবাঘা	১.৯০%	১.৯১%	৩৮%	৩৪%	৪২%	৩৬%					
২২	তুলনা	১.৩০%	১.৩৬%	১০০%	১০০%	০%	০%					
২৩	সেহাঙ্গাতি	৪.৯০%	৬.৩৩%	৩৩%	৭১%	৩৩%	২৯%					
২৪	ককরাডাঙ্গা	৩.২০%	৩.৪৩%	৪৯%	৩৩%	৩২%	৪৩%					
২৫	উল্লাখোলা	১.৯৭%	২.১৯%	৩৪%	৩৬%	৪৩%	৪৪%					
২৬	হাটুলিয়া	৩.৪০%	৩.৩৬%	১০০%	১০০%	০%	০%					
২৭	চাঁদমা	কাঞ্চী	১৩০০	১৩৩১	০.২১%	০.৩২%	১০০%	১০০%	০%	০%		
২৮		টিংকি কেমিক্যাল			১.০০%	০.৯৭%	১০০%	১০০%	০%	০%		
২৯		আবুল খায়ের			১.৩৩%	১.৪২%	১০০%	১০০%	০%	০%		
৩০		মর্দান স্টিল			১.২০%	০.৯৭%	১০০%	১০০%	০%	০%		
৩১		বিলেয়ারাম			১০.৯০%	১০.৩১%	৯%	৯%	৯১%	৯১%		
৩২		আবুল খায়ের -২৩০			১২.৯০%	৯.১৩%	১০০%	১০০%	০%	০%		
৩৩		সমিরপুর			১.৯৭%	১.৯১%	১০০%	১০০%	০%	০%		
৩৪		কাঁচের হাট			১.৭৩%	২.৩৬%	১০০%	১০০%	০%	০%		
৩৫		জিপিএইচ-২০০			৪.৯০%	৪.০৩%	১০০%	১০০%	০%	০%		
৩৬		হাটমাটি			০.৩৩%	০.৭৭%	১০০%	১০০%	০%	০%		
৩৭		খালদায়তি			১.০৭%	১.৪২%	১০০%	১০০%	০%	০%		
৩৮		আহমদাবাদী			১.৩৩%	২.০৩%	১০০%	১০০%	০%	০%		
৩৯		কিশোরগঞ্জ			৯৭১	১০৪৩	১২.২৬%	১২.৯২%	৩৭%	৩৩%	২৬%	২৬%
৪০		সেহাঙ্গাতি					১২.২৬%	১১.৩৬%	১০০%	১০০%	০%	০%
৪১		মহম্মদিয়া					২২.৩৩%	২২.০১%	১০০%	১০০%	০%	০%
৪২	জয়দেবপুর	১৩.৩৬%	১৩.৭৬%	৭৪%			৭৪%	২৬%	২৬%			
৪৩	শেরপুর	১০.২২%	১১.১০%	১০০%			১০০%	০%	০%			
৪৪	সিঙ্গাইল	১৩.৩২%	৮.৯০%	৪৯%			৪৯%	৩১%	৩১%			
৪৫	হালুকা	১০.৯০%	১৩.৯০%	১০০%	১০০%	০%	০%					
৪৬	গাজপুর	গাজপুর	৭৩৪	৯৩০	১৩.৯৪%	১৭.৭১%	৩০%	৩৪%	৪০%	৩৬%		
৪৭		লালমনিরহাট			৬.৯১%	৭.২৩%	৩৩%	৩৯%	৪৩%	৪২%		
৪৮		সিঙ্গাইল			১৩.৯০%	১৩.৪৯%	৩৪%	৩৩%	৪৩%	৩৭%		
৪৯		পুর-সমিরপুর			১৪.৯৯%	১০.০১%	৪৯%	৩৭%	৩১%	৪৩%		
৫০		সিঙ্গাইল			৯.৩৩%	৯.৭৬%	৭৬%	৭৬%	২২%	২২%		
৫১		লালমনিরহাট			১৪.৪৪%	১৩.১৬%	৩৬%	৭১%	৩২%	২৯%		
৫২		বড়পুকুরিয়া			৮.৯৯%	৭.৩৩%	৪৪%	৩৪%	৩৩%	৪৬%		
৫৩		পল্লভাড়া			৪.৯০%	৩.৩৩%	৩৬%	৩৩%	৪২%	৩৭%		
৫৪		জয়দেবপুর			৪.৩৯%	৩.৭৩%	১০০%	১০০%	০%	০%		
৫৫		কুড়িয়া			৩.৪০%	৩.৯৩%	১০০%	১০০%	০%	০%		

ক্রম সং.	জেলের নাম	গ্রীডের নাম	মোট গ্রাড পোস্ট (সংখ্যা)		জেলের গ্রাড বিদ্যুতের মধ্যে গ্রীডের গ্রাণ্যতা (%)		গ্রীডের গ্রাণ্যবিদ্যুতের মধ্যে সন্তানের গ্রাণ্যতা (%)			
			নিয়াকালীন	সম্মানকালীন	নিরা	সম্মান	স্বাধীন		অন্যান্য সম্মান	
							নিরা	সম্মান	নিরা	সম্মান
৫৭	বরিশাল	বরিশাল	২০৭	২৪২	৩৯.৬১%	৩৪.৯২%	২৬%	৪০%	৭৪%	৪০%
৫৮		পটুয়াখালী			২৯.৩২%	২৯.৮৪%	৭৮.৭%	৪৬.০৭%	২১.০%	২০.৯২%
৫৯		ককচনা			৪.৮%	৮.৭০%	৪৮.০০%	৭২.৭০%	৪১.৬৭%	২৭.২৭%
৬০		কাকচিয়া			২৭.৩৬%	২৯.৮৪%	৭৪%	৮০%	২৬%	২০%
৬১		বরিশাল (উত্তর)			২৬.৯১%	২৬.৮৭%	৫৪%	৬১%	৪৬%	৩৯%
৬২	রাজশাহী	কন্দলী	১২০৭	১৪০০	৪.৯৭%	৪.৮০%	৩৯%	৫৩%	৬১%	৪৭%
৬৩		রূপপুর			০.১৭%	০.১৪%	১০০%	১০০%	০%	০%
৬৪		নারায়ণ			৮.৯০%	৯.৩৭%	৮৮%	৯২%	১২%	৮%
৬৫		ককড়া			১১.৯০%	১১.৪০%	৫০%	৬১%	৫০%	৩৯%
৬৬		নওগাঁ			৯.২৮%	৯.১৬%	৫৫%	৬৪%	৪৫%	৩০%
৬৭		রাজশাহী			১০.৪০%	১১.০৫%	৩৭%	৪৬%	৬২%	৫৪%
৬৮		রাজশাহী সিটি			০.৯৯%	০.৯৮%	১০০%	১০০%	০%	০%
৬৯		টানাই নন্দনগঞ্জ			৫.৩৮%	৫.৯৫%	৩১%	৩৫%	৩৯%	৬৫%
৭০		আমতুল			৪.২৩%	৪.২০%	১০০%	১০০%	০%	০%
৭১		পাবনা			৭.৮৭%	৮.৪৬%	৫৬%	৬৭%	৪৪%	৩০%
৭২		শাহজাদপুর			৮.০৪%	৮.৪৬%	৯৯%	৯৯%	১%	১%
৭৩		সিরাজগঞ্জ			৭.৫৭%	৭.৯২%	৭০%	৭৪%	৩০%	২৫%
৭৪		মিয়ামতপুর			৭.৫৪%	৬.৩৪%	১০০%	১০০%	০%	০%
৭৫		জয়পুরহাট			৪.৮৯%	৪.৯২%	৬৬%	৮৭%	৩৫%	২৫%
৭৬		শেরপুর			০.৫৩%	০.৪০%	১০০%	১০০%	০%	০%
৭৭	মহাস্থান	০.২৩%	০.৭১%	১০০%	১০০%	০%	০%			
৭৮	কুমিল্লা	আতপাড়া	১০৩৭	১০১৫	৫.১১%	৪.৭১%	০%	১২%	৯৪%	৯৮%
৭৯		কুমিল্লা (শহর)			১৪.২৭%	১৪.৪৫%	৫৫%	৪০%	৪৫%	৬০%
৮০		কুমিল্লা (উত্তর)			৮.১০%	৮.৫২%	৮৮%	৯৩%	১৪%	৭%
৮১		টালপুর			১১.৯৬%	১১.৫০%	৬৭%	৭৯%	৩০%	২১%
৮২		মৌলভীবাজার			১০.৭০%	৯.৮১%	৫৮%	৬২%	৪২%	৩৭%
৮৩		ক্রীমিয়া			১০.৪০%	১১.৯৪%	৬০%	৬৭%	৪০%	৩৫%
৮৪		আতপাড়া			৯.৬৪%	৯.৪৫%	২৪%	১০০%	৭৬%	০%
৮৫		ক্রীমিয়া			৪.০৫%	০.৬৫%	১০০%	১০০%	০%	০%
৮৬		নাইসকানি			১১.৯৬%	১১.৫০%	৯১%	১০০%	৯%	০%
৮৭		শাহজাদপুর			১০.০৪%	১০.৫১%	৭০%	৮৫%	২৪%	২৫%
৮৮	সিলেট	ক্রীমিয়া	৪৬০	৬০৪	৮.২৬%	৭.৭০%	২১%	৮৮%	৭৯%	১২%
৮৯		সিলেট			৭.১৭%	৭.৫৭%	২২%	৭৯%	৭৮%	২১%
৯০		সুন্দরগঞ্জ			৭.৫১%	৯.১৫%	১০%	৪৪%	৯০%	৫৬%
৯১		সুন্দরগঞ্জ			২৪.৫৭%	২৪.৭৬%	২৫%	১০০%	৭৫%	০%
৯২		সিলেট			২২.৩৯%	২৯.৮৭%	১৭%	১৪%	৮৩%	৮৬%
৯৩		কুলাউরা			৭.৫৬%	৭.৪১%	১৭%	৬০%	৮৩%	৩৭%
৯৪	ছাতক	৪.৫৭%	৪.৯৯%	১১%	৫৫%	৮৯%	৪৫%			
৯৫	ফুলবা	গোয়ালপাড়া	১১২৯	১৪২৬	২.৮৩%	১.৯১%	০%	২১%	১০০%	৭৯%
৯৬		ফুলবা (কেন্দ্রীয়)			৬.৩৭%	৫.৯৯%	৩৫%	৪২%	৯৫%	৫৮%
৯৭		সাতক্ষীরা			৭.২৬%	৭.৭৮%	৭৯%	৮৫%	২১%	১৫%
৯৮		গোয়ালপাড়া			৪.৩৫%	০.৭৯%	৯০%	৯৪%	৭%	৬%
৯৯		ফুলবা			৯.৫৭%	৯.২৬%	৯০%	৯৪%	৭%	৬%
১০০		ফুলবা			৭.৭৯%	৭.৮৫%	৫৩%	৬৩%	৪৭%	৩৭%
১০১		কটকট			৮.১৫%	৭.৪০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
১০২		গোয়ালপাড়া			৫.৬৭%	৬.৫২%	৮৩%	৮৯%	১৭%	১১%
১০৩		ফুলবা			৫.৫৭%	৭.৭৮%	৪১.২১%	৬০%	৫৮.০৯%	৪০%
১০৪		ককচিয়া			৫.০৫%	৫.২৬%	৫২.৬৩%	৬০%	৪৭.৩৭%	৪০%
১০৫		মসারীপুর			৯.৪৮%	৯.৭৫%	৮৫%	৮৮%	১৫%	১২%
১০৬		ককচিয়া			৫.৫১%	৫.৮৯%	৮১%	৮৩%	১৯%	১৭%
১০৭		মুন্সি			৪.৪৩%	০.৩৭%	৯%	১০%	৯১%	৯০%
১০৮		গোয়ালপাড়া			৪.৪৩%	০.৮৬%	১০০%	১০০%	০%	০%
১০৯		ককচিয়া			০.৮১%	০.৭৭%	৮৫%	৮৩%	১৫%	১৪%
১১০	ককচিয়া	০.১৯%	০.৬৫%	৫৬%	৬৯%	৪৪%	৩১%			
১১১	ককচিয়া	০.১৯%	০.৬৫%	৫৬%	৬৯%	৪৪%	৩১%			
১১২	ককচিয়া	০.৭৫%	০.৯৬%	৬৬%	৭৬%	৩১%	২৪%			

“

এদেশে কেউ গরীব,
গৃহহীন থাকবে না।

-শেখ হাসিনা

”

উৎপাদন পূর্বাভাস

সংরক্ষণ সিডিউল

“

মুজিববর্ষেই নিশ্চিত হলো
শতভাগ বিদ্যুতায়ন

”

“

মুক্তি সংগ্রামের চেয়েও
দেশ গড়ার সংগ্রাম কঠিন;
তাই দেশ গড়ার কাজে আমাদের
সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

-বঙ্গবন্ধু

”

উৎপাদন অনুসারে অঞ্চল ভিত্তিক
লোড বন্টন চার্ট (দিবা, সন্ধ্যা ও সেচ)

“

মুজিববর্ষ
বিদ্যুৎ বিভাগের সেবা বর্ষ।

”

বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অঞ্চল ও গ্রীড উপকেন্দ্রভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রাপ্যতা স্ব-স্ব সংস্থার পরিমাপকৃত চাহিদা অনুযায়ী লোড বিভাজন করা (সেচ পিক রাত ১১.০০ - সকাল ৭.০০ টা)।
সেচ মৌসুম ২০২২

সিঙ্গেল ও বকল পরিমাপ (সেচকালীন)

উৎপাদন, সেচকালীন	উপকেন্দ্র												সিঙ্গেল ও বকল পরিমাপ (সেচকালীন)	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
উৎপাদন, সেচকালীন	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০
এক্সিকিউটিভি রিটার্ন + সঞ্চালন লস + শিফট রিটার্ন	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০
উপকেন্দ্র বাইরে লস অক্ষর (সেচকালীন)	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০
উপকেন্দ্র বাইরে লস অক্ষর (সেচকালীন)	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০
বকলিং লস এর অক্ষর	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০	১২৪০০

অঞ্চল	সিঙ্গেল		সিঙ্গেল/বকলিং	বিভাজন %	বিভাজন %
	সিঙ্গেল	বকলিং			
ডাকা-১ (ডিপিডি/সি)	১০০	০	১০০	১০০	১০০
ডাকা-১ (ডেসকো)	০	১০০	১০০	১০০	১০০
ডাকা-১ (আইবি)	০	১০০	১০০	১০০	১০০
সর্বমোট ডাকা	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
ঢাকা	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
ময়মনসিংহ	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
সিঙ্গাইল	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
কুমিল্লা	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
ফালগুনা	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
বরিশাল	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
গাজপাতি	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
হাটহাট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

নোট: সিঙ্গেল বিজ্ঞপ্তি (২৪০ সেচকালীন) সেচ লসে কালের অনুপাতে বকলিং করা যাবে না।

“

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ আরো
আগে একটি উন্নত দেশে পরিণত হতো।

- শেখ হাসিনা

”

উৎপাদন অনুসারে গ্রীড উপকেন্দ্র ভিত্তিক

লোড বণ্টন চার্ট (দিবা পিক)

“

শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

”

“

এই স্বাধীন দেশে মানুষ যখন পেট ভরে খেতে পারে,
পাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন;
তখনই শুধু এই লাখো শহিদদের আত্মা তৃপ্তি পাবে।
- বঙ্গবন্ধু

”

উৎপাদন অনুসারে গ্রীড উপকেন্দ্র ভিত্তিক

লোড বণ্টন চার্ট (সাক্ষ্য পিক)

“

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

”

১০৫	১০৬	১০৭	১০৮	১০৯	১১০	১১১	১১২	১১৩	১১৪	১১৫
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২
৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩
৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪
৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫
৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬
৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭
৯৮	৯৯	১০০	১০১	১০২	১০৩	১০৪	১০৫	১০৬	১০৭	১০৮

“

আমার কাছে ক্ষমতা মানেই হচ্ছে
জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন করা।

- শেখ হাসিনা

”

উৎপাদন অনুসারে গ্রীড উপকেন্দ্র ভিত্তিক
লোড বন্টন চার্ট (সেচ পিক)

১০৫	১০৬	১০৭	১০৮	১০৯	১১০	১১১	১১২	১১৩	১১৪	১১৫
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২
৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩
৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪
৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫
৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬
৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭
৯৮	৯৯	১০০	১০১	১০২	১০৩	১০৪	১০৫	১০৬	১০৭	১০৮

“

মুজিববর্ষ
বিদ্যুৎ বিভাগের সেবা বর্ষ।

”

বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অঞ্চল ও গ্রীড উপকেন্দ্রভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রাপ্যতা
স্ব-স্ব সংস্থার পরিমাপকৃত চাহিদা অনুযায়ী লোড বিভাজন করা (সেচ পিক)।
সেচ মৌসুম ২০২২

উৎপাদন, মেগাওয়াট	১২০৪৭	১৩০৩০	১৩৭১৩	১৪৩৯৪	১৫০৭৫	১৫৭৫৬	১৬৪৩৭	১৭১১৮	১৭৮০০	১৮৪৮১	১৯১৬২	১৯৮৪৩	২০৫২৪	২১২০৫	২১৮৮৬	২২৫৬৭	২৩২৪৮	২৩৯২৯	২৪৬১০	২৫২৯১	২৫৯৭২	২৬৬৫৩	২৭৩৩৪	২৮০১৫	২৮৬৯৬	২৯৩৭৭	৩০০৫৮	৩০৭৩৯	৩১৪২০	৩২১০১	৩২৭৮২	৩৩৪৬৩	৩৪১৪৪	৩৪৮২৫	৩৫৫০৬	৩৬১৮৭	৩৬৮৬৮	৩৭৫৪৯	৩৮২৩০	৩৮৯১১	৩৯৫৯২	৪০২৭৩	৪০৯৫৪	৪১৬৩৫	৪২৩১৬	৪২৯৯৭	৪৩৬৭৮	৪৪৩৫৯	৪৫০৪০	৪৫৭২১	৪৬৪০২	৪৭০৮৩	৪৭৭৬৪	৪৮৪৪৫	৪৯১২৬	৪৯৮০৭	৫০৪৮৮	৫১১৬৯	৫১৮৫০	৫২৫৩১	৫৩২১২	৫৩৮৯৩	৫৪৫৭৪	৫৫২৫৫	৫৫৯৩৬	৫৬৬১৭	৫৭২৯৮	৫৭৯৭৯	৫৮৬৬০	৫৯৩৪১	৬০০২২	৬০৭০৩	৬১৩৮৪	৬২০৬৫	৬২৭৪৬	৬৩৪২৭	৬৪১০৮	৬৪৭৮৯	৬৫৪৭০	৬৬১৫১	৬৬৮৩২	৬৭৫১৩	৬৮১৯৪	৬৮৮৭৫	৬৯৫৫৬	৭০২৩৭	৭০৯১৮	৭১৫৯৯	৭২২৮০	৭২৯৬১	৭৩৬৪২	৭৪৩২৩	৭৫০০৪	৭৫৬৮৫	৭৬৩৬৬	৭৭০৪৭	৭৭৭২৮	৭৮৪০৯	৭৯০৯০	৭৯৭৭১	৮০৪৫২	৮১১৩৩	৮১৮১৪	৮২৪৯৫	৮৩১৭৬	৮৩৮৫৭	৮৪৫৩৮	৮৫২২০	৮৫৯০১	৮৬৫৮২	৮৭২৬৩	৮৭৯৪৪	৮৮৬২৫	৮৯৩০৬	৯০০৮৭	৯০৭৬৮	৯১৪৪৯	৯২১৩০	৯২৮১১	৯৩৪৯২	৯৪১৭৩	৯৪৮৫৪	৯৫৫৩৫	৯৬২১৬	৯৬৮৯৭	৯৭৫৭৮	৯৮২৫৯	৯৮৯৪০	৯৯৬২১	১০০৩০২	১০১০০৩	১০১৬৮৪	১০২৩৬৫	১০৩০৪৬	১০৩৭২৭	১০৪৪০৮	১০৫০৮৯	১০৫৭৭০	১০৬৪৫১	১০৭১৩২	১০৭৮১৩	১০৮৪৯৪	১০৯১৭৫	১০৯৮৫৬	১১০৫৩৭	১১১২১৮	১১১৮৯৯	১১২৫৮০	১১৩২৬১	১১৩৯৪২	১১৪৬২৩	১১৫৩০৪	১১৫৯৮৫	১১৬৬৬৬	১১৭৩৪৭	১১৮০২৮	১১৮৭০৯	১১৯৩৯০	১২০০৭১	১২০৭৫২	১২১৪৩৩	১২২১১৪	১২২৭৯৫	১২৩৪৭৬	১২৪১৫৭	১২৪৮৩৮	১২৫৫১৯	১২৬১৯০	১২৬৮৭১	১২৭৫৫২	১২৮২৩৩	১২৮৯১৪	১২৯৫৯৫	১৩০২৭৬	১৩০৯৫৭	১৩১৬৩৮	১৩২৩১৯	১৩২৯৯০	১৩৩৬৭১	১৩৪৩৫২	১৩৫০৩৩	১৩৫৭১৪	১৩৬৩৯৫	১৩৭০৭৬	১৩৭৭৫৭	১৩৮৪৩৮	১৩৯১১৯	১৩৯৭৯০	১৪০৪৭১	১৪১১৫২	১৪১৮৩৩	১৪২৫১৪	১৪৩১৯৫	১৪৩৮৭৬	১৪৪৫৫৭	১৪৫২৩৮	১৪৫৯১৯	১৪৬৫৯০	১৪৭২৭১	১৪৭৯৫২	১৪৮৬৩৩	১৪৯৩১৪	১৪৯৯৯৫	১৫০৬৭৬	১৫১৩৫৭	১৫২০৩৮	১৫২৭১৯	১৫৩৩৯০	১৫৪০৭১	১৫৪৭৫২	১৫৫৪৩৩	১৫৬১১৪	১৫৬৭৯৫	১৫৭৪৭৬	১৫৮১৫৭	১৫৮৮৩৮	১৫৯৫১৯	১৬০১৯০	১৬০৮৭১	১৬১৫৫২	১৬২২৩৩	১৬২৯১৪	১৬৩৫৯৫	১৬৪২৭৬	১৬৪৯৫৭	১৬৫৬৩৮	১৬৬৩১৯	১৬৬৯৯০	১৬৭৬৭১	১৬৮৩৫২	১৬৯০৩৩	১৬৯৭১৪	১৭০৩৯৫	১৭১০৭৬	১৭১৭৫৭	১৭২৪৩৮	১৭৩১১৯	১৭৩৭৯০	১৭৪৪৭১	১৭৫১৫২	১৭৫৮৩৩	১৭৬৫১৪	১৭৭১৯৫	১৭৭৮৭৬	১৭৮৫৫৭	১৭৯২৩৮	১৭৯৯১৯	১৮০৫৯০	১৮১২৭১	১৮১৯৫২	১৮২৬৩৩	১৮৩৩১৪	১৮৩৯৯৫	১৮৪৬৭৬	১৮৫৩৫৭	১৮৬০৩৮	১৮৬৭১৯	১৮৭৩৯০	১৮৮০৭১	১৮৮৭৫২	১৮৯৪৩৩	১৯০১১৪	১৯০৭৯৫	১৯১৪৭৬	১৯২১৫৭	১৯২৮৩৮	১৯৩৫১৯	১৯৪১৯০	১৯৪৮৭১	১৯৫৫৫২	১৯৬২৩৩	১৯৬৯১৪	১৯৭৫৯৫	১৯৮২৭৬	১৯৮৯৫৭	১৯৯৬৩৮	২০০৩১৯	২০০৯৯০	২০১৬৭১	২০২৩৫২	২০৩০৩৩	২০৩৭১৪	২০৪৩৯৫	২০৫০৭৬	২০৫৭৫৭	২০৬৪৩৮	২০৭১১৯	২০৭৭৯০	২০৮৪৭১	২০৯১৫২	২০৯৮৩৩	২১০৫১৪	২১১১৯৫	২১১৮৭৬	২১২৫৫৭	২১৩২৩৮	২১৩৯১৯	২১৪৫৯০	২১৫২৭১	২১৫৯৫২	২১৬৬৩৩	২১৭৩১৪	২১৭৯৯৫	২১৮৬৭৬	২১৯৩৫৭	২২০০৩৮	২২০৭১৯	২২১৩৯০	২২২০৭১	২২২৭৫২	২২৩৪৩৩	২২৪১১৪	২২৪৭৯৫	২২৫৪৭৬	২২৬১৫৭	২২৬৮৩৮	২২৭৫১৯	২২৮১৯০	২২৮৮৭১	২২৯৫৫২	২৩০২৩৩	২৩০৯১৪	২৩১৫৯৫	২৩২২৭৬	২৩২৯৫৭	২৩৩৬৩৮	২৩৪৩১৯	২৩৪৯৯০	২৩৫৬৭১	২৩৬৩৫২	২৩৭০৩৩	২৩৭৭১৪	২৩৮৩৯৫	২৩৯০৭৬	২৩৯৭৫৭	২৪০৪৩৮	২৪১১১৯	২৪১৭৯০	২৪২৪৭১	২৪৩১৫২	২৪৩৮৩৩	২৪৪৫১৪	২৪৫১৯৫	২৪৫৮৭৬	২৪৬৫৫৭	২৪৭২৩৮	২৪৭৯১৯	২৪৮৫৯০	২৪৯২৭১	২৪৯৯৫২	২৫০৬৩৩	২৫১৩১৪	২৫১৯৯৫	২৫২৬৭৬	২৫৩৩৫৭	২৫৪০৩৮	২৫৪৭১৯	২৫৫৩৯০	২৫৬০৭১	২৫৬৭৫২	২৫৭৪৩৩	২৫৮১১৪	২৫৮৭৯৫	২৫৯৪৭৬	২৬০১৫৭	২৬০৮৩৮	২৬১৫১৯	২৬২১৯০	২৬২৮৭১	২৬৩৫৫২	২৬৪২৩৩	২৬৪৯১৪	২৬৫৫৯৫	২৬৬২৭৬	২৬৬৯৫৭	২৬৭৬৩৮	২৬৮৩১৯	২৬৮৯৯০	২৬৯৬৭১	২৭০৩৫২	২৭১০৩৩	২৭১৭১৪	২৭২৩৯৫	২৭৩০৭৬	২৭৩৭৫৭	২৭৪৪৩৮	২৭৫১১৯	২৭৫৭৯০	২৭৬৪৭১	২৭৭১৫২	২৭৭৮৩৩	২৭৮৫১৪	২৭৯১৯৫	২৭৯৮৭৬	২৮০৫৫৭	২৮১২৩৮	২৮১৯১৯	২৮২৫৯০	২৮৩২৭১	২৮৩৯৫২	২৮৪৬৩৩	২৮৫৩১৪	২৮৫৯৯৫	২৮৬৬৭৬	২৮৭৩৫৭	২৮৮০৩৮	২৮৮৭১৯	২৮৯৩৯০	২৯০০৭১	২৯০৭৫২	২৯১৪৩৩	২৯২১১৪	২৯২৭৯৫	২৯৩৪৭৬	২৯৪১৫৭	২৯৪৮৩৮	২৯৫৫১৯	২৯৬১৯০	২৯৬৮৭১	২৯৭৫৫২	২৯৮২৩৩	২৯৮৯১৪	২৯৯৫৯৫	৩০০২৭৬	৩০০৯৫৭	৩০১৬৩৮	৩০২৩১৯	৩০২৯৯০	৩০৩৬৭১	৩০৪৩৫২	৩০৫০৩৩	৩০৫৭১৪	৩০৬৩৯৫	৩০৭০৭৬	৩০৭৭৫৭	৩০৮৪৩৮	৩০৯১১৯	৩০৯৭৯০	৩১০৪৭১	৩১১১৫২	৩১১৮৩৩	৩১২৫১৪	৩১৩১৯৫	৩১৩৮৭৬	৩১৪৫৫৭	৩১৫২৩৮	৩১৫৯১৯	৩১৬৫৯০	৩১৭২৭১	৩১৭৯৫২	৩১৮৬৩৩	৩১৯৩১৪	৩১৯৯৯৫	৩২০৬৭৬	৩২১৩৫৭	৩২২০৩৮	৩২২৭১৯	৩২৩৩৯০	৩২৪০৭১	৩২৪৭৫২	৩২৫৪৩৩	৩২৬১১৪	৩২৬৭৯৫	৩২৭৪৭৬	৩২৮১৫৭	৩২৮৮৩৮	৩২৯৫১৯	৩৩০১৯০	৩৩০৮৭১	৩৩১৫৫২	৩৩২২৩৩	৩৩২৯১৪	৩৩৩৫৯৫	৩৩৪২৭৬	৩৩৪৯৫৭	৩৩৫৬৩৮	৩৩৬৩১৯	৩৩৬৯৯০	৩৩৭৬৭১	৩৩৮৩৫২	৩৩৯০৩৩	৩৩৯৭১৪	৩৪০৩৯৫	৩৪১০৭৬	৩৪১৭৫৭	৩৪২৪৩৮	৩৪৩১১৯	৩৪৩৭৯০	৩৪৪৪৭১	৩৪৫১৫২	৩৪৫৮৩৩	৩৪৬৫১৪	৩৪৭১৯৫	৩৪৭৮৭৬	৩৪৮৫৫৭	৩৪৯২৩৮	৩৪৯৯১৯	৩৫০৫৯০	৩৫১২৭১	৩৫১৯৫২	৩৫২৬৩৩	৩৫৩৩১৪	৩৫৩৯৯৫	৩৫৪৬৭৬	৩৫৫৩৫৭	৩৫৬০৩৮	৩৫৬৭১৯	৩৫৭৩৯০	৩৫৮০৭১	৩৫৮৭৫২	৩৫৯৪৩৩	৩৬০১১৪	৩৬০৭৯৫	৩৬১৪৭৬	৩৬২১৫৭	৩৬২৮৩৮	৩৬৩৫১৯	৩৬৪১৯০	৩৬৪৮৭১	৩৬৫৫৫২	৩৬৬২৩৩	৩৬৬৯১৪	৩৬৭৫৯৫	৩৬৮২৭৬	৩৬৮৯৫৭	৩৬৯৬৩৮	৩৭০৩১৯	৩৭০৯৯০	৩৭১৬৭১	৩৭২৩৫২	৩৭৩০৩৩	৩৭৩৭১৪	৩৭৪৩৯৫	৩৭৫০৭৬	৩৭৫৭৫৭	৩৭৬৪৩৮	৩৭৭১১৯	৩৭৭৭৯০	৩৭৮৪৭১	৩৭৯১৫২	৩৭৯৮৩৩	৩৮০৫১৪	৩৮১১৯৫	৩৮১৮৭৬	৩৮২৫৫৭	৩৮৩২৩৮	৩৮৩৯১৯	৩৮৪৫৯০	৩৮৫২৭১	৩৮৫৯৫২	৩৮৬৬৩৩	৩৮৭৩১৪	৩৮৭৯৯৫	৩৮৮৬৭৬	৩৮৯৩৫৭	৩৯০০৩৮	৩৯০৭১৯	৩৯১৩৯০	৩৯২০৭১	৩৯২৭৫২	৩৯৩৪৩৩	৩৯৪১১৪	৩৯৪৭৯৫	৩৯৫৪৭৬	৩৯৬১৫৭	৩৯৬৮৩৮	৩৯৭৫১৯	৩৯৮১৯০	৩৯৮৮৭১	৩৯৯৫৫২	৪০০২৩৩	৪০০৯১৪	৪০১৫৯৫	৪০২২৭৬	৪০২৯৫৭	৪০৩৬৩৮	৪০৪৩১৯	৪০৪৯৯০	৪০৫৬৭১	৪০৬৩৫২	৪০৭০৩৩	৪০৭৭১৪	৪০৮৩৯৫	৪০৯০৭৬	৪০৯৭৫৭	৪১০৪৩৮	৪১১১১৯
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

“

যিনি যেখানে রয়েছেন,
তিনি সেখানে আপন কর্তব্য পালন করলে
দেশের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে পারে না।

- বঙ্গবন্ধু

”

সেচ মৌসুমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা

মনিটরিং কমিটিসমূহ

“

শেখ হাসিনার অঙ্গীকার
আলোকিত হবে সবার ঘর

”



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
সমন্বয়-২ অধিশাখা।
www.powerdivision.gov.bd



স্মারক নং-২৭.০০.০০০০.০৫২.৯৯.০০৯.২১.৬৩

তারিখঃ ২৪ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

অফিস আদেশ

চলতি সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়ে সরেজমিনে তদারকির জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ, বাবিউবো, বাপবিবো ও পিজিসিবি'র সমন্বয়ে নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহ গঠন করা হলোঃ

কমিটিসমূহ

ক)	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ চেয়ারম্যান, বাবিউবো চেয়ারম্যান, বাপবিবো ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিজিসিবি	- আহ্বায়ক (সকল বিভাগ) - সদস্য - সদস্য - সদস্য
খ)	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), বিদ্যুৎ বিভাগ সদস্য (পিএডভি), বাবিউবো সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন), বাপবিবো প্রধান প্রকৌশলী (সিস্টেম অপারেশন), পিজিসিবি	- আহ্বায়ক (চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) - সদস্য - সদস্য - সদস্য
গ)	অতিরিক্ত সচিব (নবায়নযোগ্য জ্বালানি), বিদ্যুৎ বিভাগ সদস্য (বিতরণ), বাবিউবো সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাপবিবো নির্বাহী পরিচালক (ওএডএম), পিজিসিবি	- আহ্বায়ক (খুলনা, রংপুর ও বরিশাল বিভাগ) - সদস্য - সদস্য - সদস্য
ঘ)	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), বিদ্যুৎ বিভাগ সদস্য (কোম্পানী এ্যাকাফের্স), বাবিউবো প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প), বাপবিবো নির্বাহী পরিচালক (পিএডভি), পিজিসিবি	- আহ্বায়ক (ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রাজশাহী বিভাগ) - সদস্য - সদস্য - সদস্য

০২। কমিটির কার্য-পরিধিঃ

- ১) কমিটি তাদের আওতাধীন এলাকাসমূহের সেচকার্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ সরেজমিনে পরিদর্শন ও সমন্বয় করবেন;
- ২) বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যাবলী পর্যালোচনা ও সমন্বয়ের সম্ভাব্য সুপারিশ করবেন; এবং
- ৩) যথাসময়ে পাওয়ার প্র্যান্টসমূহের সিডিউল মেইনটেনেন্স হচ্ছে কিনা তা কমিটি মনিটর করবেন।

০৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোনঃ ৪৭১২০৩০৮
(coord-2@pd.gov.bd)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
সমন্বয়-২ অধিশাখা।
www.powerdivision.gov.bd



স্মারক নং-২৭.০০.০০০০.০৫২.৯৯.০০৯.২১.৬৪

তারিখঃ ২৪ মার্চ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ চলতি সেচ মৌসুমে সেচের সার্বিক কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল।

সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সেচ পাম্পসমূহ রাত ১১.০০ টা থেকে সকাল ০৭.০০ টা পর্যন্ত চালানোসহ সেচের সার্বিক কার্যক্রম মনিটর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের নামের পাশে উল্লিখিত জেলাসমূহের সেচ কার্যক্রম মনিটর করার বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক আগামী ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলোঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	জেলার নাম
১।	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন তরফদার, যুগ্মসচিব (কোম্পানি এ্যাকোয়ার্স)	দিনেট
২।	জনাব এস এম এনামুল কবির, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২)	যশোর
৩।	জনাব রেজওয়ানুর রহমান, যুগ্মসচিব (বাজেট)	রাজশাহী
৪।	ড. শাহ মোঃ হেলাল উদ্দিন, যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১)	কিশোরগঞ্জ
৫।	জনাব তানিয়া খান, যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-২)	বগুড়া
৬।	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল আবেদীন, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-১)	চট্টগ্রাম
৭।	জনাব শিরোন চন্দ্র মন্ডল, যুগ্মসচিব (নবায়নযোগ্য জ্বালানি)	মৌলভীবাজার
৮।	জনাব মাহমুদুল কবীর মুরাদ, যুগ্মসচিব (সমন্বয়)	দিনাজপুর ও কক্সবাজার
৯।	জনাব মোঃ আহসানুর রহমান হানিফ, যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	হবিগঞ্জ
১০।	জনাব মাসুদা খাতুন, উপসচিব (পরিকল্পনা-২)	সাতক্ষীরা
১১।	জনাব মোঃ মনোয়ার হাদিসান খান, উপসচিব (পরিকল্পনা-২)	রংপুর
১২।	ড. মুহা. মুনিরুজ্জামান, উপসচিব (উন্নয়ন-৩)	খুলনা
১৩।	জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, উপসচিব (সমন্বয়-১)	পঞ্চগড়
১৪।	জনাব মাহফুজা আখতার, উপসচিব (উন্নয়ন-৪)	নাটোর
১৫।	জনাব এম. রায়হান আখতার, উপসচিব (উন্নয়ন-৬)	ময়মনসিংহ
১৬।	জনাব তাহমিনা বেগম, উপসচিব (উন্নয়ন-৫)	নারসিংদী
১৭।	জনাব মোহাম্মদ মোজাফের হক, উপসচিব (উন্নয়ন-২)	নওগাঁ
১৮।	জনাব অপিতা মেহের, উপসচিব (পরিকল্পনা-২ শাখা)	ফিনাইনহ
১৯।	জনাব এইচ.এম. নূরুল ইসলাম, উপসচিব (কোম্পানি এ্যাকোয়ার্স-১)	বরিশাল
২০।	জনাব অরুণ কুমার মন্ডল, উপসচিব (প্রশাসন-২)	পিরোজপুর
২১।	জনাব সাইফুল ইসলাম আজাদ, উপসচিব (উন্নয়ন-১)	কুমিল্লা
২২।	জনাব আইরিন পারভীন, উপসচিব (সমন্বয়-২)	নারায়ণগঞ্জ
২৩।	জনাব এস. এম. মাজহারুল ইসলাম, উপসচিব (বাজেট ও অডিট)	নেত্রকোনা
২৪।	জনাব শেখ রাসেল হাসান, উপসচিব (কোম্পানি এ্যাকোয়ার্স-২)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২৫।	জনাব মাকসুদা খন্দকার, উপসচিব (পরিকল্পনা-৪)	চুয়াডাঙ্গা
২৬।	জনাব রেহেনা আকতার, উপসচিব (প্রশাসন-১)	মানিকগঞ্জ
২৭।	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর, সিস্টেম এনালিস্ট (তথ্য ও প্রযুক্তি শাখা)	গাইবান্ধা
২৮।	জনাব মুহাম্মদ হাসিনাত মোর্শেদ লুইয়া, সিনিয়র সহকারী সচিব (নবায়নযোগ্য জ্বালানি)	শেরপুর
২৯।	জনাব বি.এম. জহল আমিন রিমন, সিনিয়র সহকারী সচিব (বিবি ও পিসি শাখা)	জামালপুর
৩০।	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩ শাখা)	জয়পুরহাট
৩১।	জনাব মুহাম্মদ চিশতী আশেক, সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-৩ শাখা)	টাঙ্গাইলবাবগঞ্জ
৩২।	জনাব মোস্তফা কামাল, সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-১ শাখা)	লালমনিরহাট
৩৩।	জনাব মোঃ মাহফুজার রহমান, সহকারী সচিব (অডিট শাখা)	কুষ্টিয়া
৩৪।	জনাব মোঃ কবির উদ্দিন হাওলাদার, সহকারী সচিব (সমন্বয়-৩)	নীলফামারী
৩৫।	জনাব মোঃ লুৎফুর রহমান, সহকারী সচিব (উন্নয়ন-১)	নেত্রাঞ্চলী

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোনঃ ৪৭১২০৩০৮
(coord-2@pd.gov.bd)



বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০২৬.৩৬.৬২১.২১.৭৭৮

পবিস মহা ও বাঃ পঃ (উত্তরাঞ্চল) পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
সদর দপ্তর ভবন (৯ম তলা)
নিকুঞ্জ-২, বিলকোত, ঢাকা-১২২৯
ফোন নং- ৮৯০০২৯৮।
E-mail: dmo.northbreb@gmail.com

তারিখঃ-১৩/১২/২০২১ খ্রিঃ

“দপ্তরাদেশ”

আসন্ন ২০২২ সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের স্মারক নং-২৭.০৫২.০১০.০০.০০.০২১.২০১০ (অংশ-১)-৬৪৭, তাং-০২/০৯/২০১০ খ্রিঃ মোতাবেক নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ঢাকা অঞ্চলের জন্য একটি লোড ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হলঃ

ক্রঃ	প্রতিনিধি	সংস্থার নাম	কমিটির পদবী	মোবাইল ফোন	ই-মেইল
১	প্রধান প্রকৌশলী (পওপ)	আরইবি	আহবায়ক	০১৭৬৯-৪০০০০৭	rebceplanning@gmail.com
২	প্রধান প্রকৌশলী (গ্রীড)	ডিপিডিসি	সদস্য	০১৭১৩-২৫৫০১১	ceg@dpdc.org.bd
৩	প্রকল্প পরিচালক, সুহত্রর ঢাকা জেলা ফুডসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	বিএডিসি	সদস্য	০১৭১৬-৪৭৯৮০২	pdgdiadp3@gmail.com
৪	এডিসি (জেনারেল), মানিকগঞ্জ	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	সদস্য	০১৭১৩-৩৫৩৩০২	adcmanikganj@mopa.gov.bd
৫	এডিসি (জেনারেল), নরসিংদী।	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	সদস্য	০১৭৬২-৬৮৭০০২	adcgarsindi24@gmail.com
৬	এডিসি (জেনারেল), মুন্সীগঞ্জ	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	সদস্য	০১৭৬২-৬৮৭২৫৩	harun15411@yahoo.com
৭	এডিসি (জেনারেল), নারায়নগঞ্জ	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	সদস্য	০১৭০৮-৪৪২২৬৩	bmsnameem@gmail.com
৮	নির্বাহী প্রকৌশলী, গাজীপুর (ফুড সেচ)	বিএডিসি	সদস্য	০১৮১৯-৪০৬২৭৮	badcirrigationgazipur@gmail.com
৯	প্রধান প্রকৌশলী, (পিএডভি)	পিডিডিসি	সদস্য	০১৭১৩-০৬৮৩০৮	ce.pnd@pgcb.gov.bd
১০	নির্বাহী প্রকৌশলী, ফুড সেচ, নরসিংদী	বিএডিসি	সদস্য	০১৯৯৮-৭৭২০৬৩	xemmi62narsindi@gmail.com
১১	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	ঢাকা পবিস-১	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০২৪	dhakapbs01@gmail.com
১২	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	ঢাকা পবিস-৩	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০৬৮৮	dhakapbs3@gmail.com
১৩	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	ঢাকা পবিস-৪	সদস্য	০১৭৬৯-৪০২৩৯৬	dhakapbs4@gmail.com
১৪	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	গাজীপুর পবিস-১	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৩১	gazipbs@yahoo.com
১৫	জেনারেল ম্যানেজার	নারায়নগঞ্জ পবিস-১	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৫৫	gmnarayanganjpbs@gmail.com
১৬	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	নরসিংদী পবিস-১	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৫৬	narshingipbs1@yahoo.com
১৭	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	নরসিংদী পবিস-২	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৫৭	narsingdipbs2@yahoo.com
১৮	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	মুন্সীগঞ্জ পবিস	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৫০	mngpbs@yahoo.com
১৯	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	মানিকগঞ্জ পবিস	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৪৭	gmpbsmkn@yahoo.com
২০	জেনারেল ম্যানেজার	টাঙ্গাইল পবিস	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৭৮	tangailpbs@yahoo.com

কমিটির কার্যপরিধিঃ

- কমিটি তাঁদের আওতাধীন এলাকার জন্য গ্রীড উপকেন্দ্রসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন।
- গ্রীড উপকেন্দ্রের আওতাধীন সকল ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রসমূহের লোড চাহিদার ভিত্তিতে অনুপাতিক হারে লোড বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- সেচ কাজকে অগ্রাধিকার প্রদান পূর্বক লোড বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- লোড শেডিং-এর ক্ষেত্রে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রভিত্তিক লোড শেডিং এর উপর জোর দিয়ে প্রয়োজনীয় লোড শেডিং করতে হবে।
- লোড শেডিং এর কর্মসূচী স্থানীয়ভাবে প্রচার করে গ্রাহকদের আগাম জানিয়ে দিতে হবে এবং সেই কর্মসূচী অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- অফ-পিক সময়ে (রাত ১১:০০ ঘটিকা হতে সকাল ০৭:০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সেচ পাম্প চালানোর জন্য গ্রাহকবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।
- এলাকাভিত্তিক সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ রোটেশন পদ্ধতি এবং কৃষিবিভাগের Wet & Dry Method চাচুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- অন্তর্গত প্রয়োজনে দিনের বেলায় শহর এলাকায় (অফ-পিক আওতাধীন) এলাকাভিত্তিক লোড শেডিং করে সেচ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- অঞ্চলিক কমিটি আচার ফ্রিকোয়েন্সী রীলের বিষয়টি লোকাল পিডিডিসি'র কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ মহিউদ্দীন)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালনা ও পরিচালনা)
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড



বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
Bangladesh Power Development Board

প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর
বিতরণ কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বিউবো, ময়মনসিংহ
ফোন নং- ০৭২১-৭৭৪৬৮৪, ফ্যাক্স: ০৯১-৬৩২৯৭
E-mail: ceoczpdbrmyrn@yahoo.com

স্মারক নং-২৭.১১.৬১০০.৭৭৪.০৩.০২২.১৮/১৬৪

তারিখ: ২৩/১১/২০২১ খ্রিঃ

“দপ্তরাদেশ”

সেচ মৌসুম/২০২২ উপলক্ষে বিতরণ কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ময়মনসিংহের আওতাধীন জৌগলিক এলাকায় নিরবিচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক লোড ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হইলঃ

ক্রঃ	প্রতিনিধির নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার নাম	কমিটির পদবী	মোবাইল/ ফোন নম্বর
১	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রধান প্রকৌশলী	বিতরণ কেন্দ্রীয় অঞ্চল বিউবো, ময়মনসিংহ	আইসি	০১৭১১-৫৯৫১২৬
২	জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন গ্রামানিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল বিউবো, টাঙ্গাইল	সদস্য	০১৭১৩-০১২৭১৬
৩	জনাব মোঃ উবাইদুল ইসলাম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-১ বিউবো, ময়মনসিংহ	সদস্য	০১৭১৩-৮৫০০১৩
৪	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-২ বিউবো, ময়মনসিংহ	সদস্য	০১৭১৩-৮৫০০৭০
৫	জনাব এ বি এম ফারুক হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল বিউবো, জামালপুর	সদস্য	০১৭১১-৯৭৮৪০১
৬	জনাব মুঃ বদরুল আলম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সুদূর সেচ)	বি.এ.ডি.সি, ময়মনসিংহ সার্কেল ময়মনসিংহ	সদস্য	০১৭১৮-০৩৯২৯৩
৭	জনাব মোঃ রেজাউল করিম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	ময়মনসিংহ জেন পল্টী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ	সদস্য	০১৭১৫-০১৮১১৩
৮	জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, ময়মনসিংহ	সদস্য	০১৭০৮-১৪৯৪৭৫
৯	জনাব মাসুদুল হক নির্বাহী প্রকৌশলী	জিএমডি, পিজিসিবি, ময়মনসিংহ	সদস্য	০১৭১১-৬৪১১৬২
১০	জনাব মোঃ আক্তার হোসেন জেনারেল ম্যানেজার	ময়মনসিংহ পল্টী বিদ্যুৎ সমিতি-১ মুন্সিগঞ্জ, ময়মনসিংহ	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৫১
১১	জনাব সুব্রত রায় নির্বাহী প্রকৌশলী	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ বিউবো, শেরপুর	সদস্য	০১৭৫৫-৫৮১৩৭৮
১২	জনাব মোঃ আলী হোসেন জেনারেল ম্যানেজার	শেরপুর পল্টী বিদ্যুৎ সমিতি শেরপুর	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৭৩
১৩	জনাব আহসান মাহমুদ এলাহী নির্বাহী প্রকৌশলী	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ বিউবো, নেত্রকোনা	সদস্য	০১৭৫৫-৫৮১৩৭৫
১৪	জনাব মোঃ জাকির হোসেন জেনারেল ম্যানেজার	নেত্রকোনা পল্টী বিদ্যুৎ সমিতি নেত্রকোনা	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৬০
১৫	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, কিশোরগঞ্জ	সদস্য	০১৭৫৫-৫৮১৩৭৬
১৬	জনাব মোঃ আব্দুল কালাম আজাদ, জেনারেল ম্যানেজার	কিশোরগঞ্জ পল্টী বিদ্যুৎ সমিতি, কিশোরগঞ্জ	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৪১
১৭	জনাব উৎপল কুমার সাহা নির্বাহী প্রকৌশলী	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ বিউবো, জামালপুর	সদস্য	০১৭৫৫-৫৮১৩৯২
১৮	জনাব মোঃ আলমগীর জেনারেল ম্যানেজার	জামালপুর পল্টী বিদ্যুৎ সমিতি জামালপুর	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৩৫
১৯	জনাব মোঃ সাহাবুদ্দীন হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২ বিউবো, টাঙ্গাইল	সদস্য	০১৭৫৫-৫৮১৩৮৭
২০	জনাব শেখ কুতুব উদ্দিন পলাশ নির্বাহী প্রকৌশলী	জিএমডি, পিজিসিবি, কালিয়াকৈর	সদস্য	০১৭১৪-০৩১৩৭৭
২১	জনাব মোঃ আবু হানিফ মিয়া, জেনারেল ম্যানেজার	টাঙ্গাইল পল্টী বিদ্যুৎ সমিতি, টাঙ্গাইল	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৭৮

কমিটির কার্যপরিধিঃ

- ১। আগত্যমীন ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন;
- ২। লোড চাহিদার আনুপাতিক হারে এবং সেচ কাজকে অগ্রাধিকার দিয়া ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে লোড বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ৩। আপদকালীন/ জরুরী পরিস্থিতিতে লোড শেডিং এর বিষয়ে স্থানীয়ভাবে প্রচারের মাধ্যমে গ্রাহকদের অবহিত করা;
- ৪। মানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- ৫। অফ-পিক সময়ে (রাত ১১:০০ ঘটিকা হতে সকাল ০৭:০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সেচ পাম্প চালানোর জন্য গ্রাহকবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করা;
- ৬। আপদকালীন/ জরুরী পরিস্থিতিতে সেচ পাম্প এলাকা ভিত্তিক রোটেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ৭। সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির প্রতিনিধিগণ যে কোন সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করিবেন এবং প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা পূর্বক সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন; ইত্যাদি।

স্বাক্ষরিত
(প্রকৌঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম)
পরিচিতি নং-১-০৮৪৫
প্রধান প্রকৌশলী



বৈদ্যুতিক গভীর নলকূপের মাধ্যমে পরিচালিত সেচ কার্যক্রমের চিত্র



বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
Bangladesh Power Development Board

স্মারকনং-২৭.১১.৯১০০.৮২৮.৪৪.০৭.২১.৩৫৮

প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর
বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, সিলেট।
হাশবাড়ী, সিলেট।
ফোন নং- ০৮২১-৭১৬১০৬
E-mail: cepdb_syl@yahoo.com

তারিখঃ ১০/১১/২০২১ খ্রিঃ

“দপ্তরদেশ”

আসন্ন ২০২২ ইং সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সিলেট অঞ্চলের জন্য নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক লোড ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হইলঃ

ক্রঃ	প্রতিনিধির পদবী	দপ্তর/ সংস্থার নাম	কমিটির	মোবাইল/ ফোন নম্বর
১	প্রধান প্রকৌশলী	বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, সিলেট	আহবায়ক	০১৭৫৫৫৮২৪১২
২	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল, বিউবো, মৌলভীবাজার	সদস্য	০১৭৫৫৫৮২৪১৩
৩	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট	সদস্য	০১৭৩০৩৩১০১৭
৪	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার	সদস্য	০১৭৩০৩৩১০৫৭
৫	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হবিগঞ্জ	সদস্য	০১৭৩০৩৩১১২৬
৬	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ	সদস্য	০১৭৩০ ৩৩১১০৪
৭	নির্বাহী প্রকৌশলী	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট	সদস্য	০১৭৫৫ ৫৮২৩৩৭
৮	নির্বাহী প্রকৌশলী	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, মৌলভীবাজার	সদস্য	০১৭৫৫ ৫৮২৩৪০
৯	নির্বাহী প্রকৌশলী	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, হবিগঞ্জ	সদস্য	০১৭৫৫ ৫৮২৩৪৩
১০	নির্বাহী প্রকৌশলী	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ	সদস্য	০১৭৫৫ ৫৮২৩৪৫
১১	নির্বাহী প্রকৌশলী	গ্রীড সংরক্ষণ বিভাগ (জিএমডি), পিজিসিবি, সিলেট	সদস্য	০১৭১৩ ৮৫০৪২০
১২	নির্বাহী প্রকৌশলী	গ্রীড সংরক্ষণ বিভাগ (জিএমডি), পিজিসিবি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	সদস্য	০১৭১৩ ৮৫০৪৮৯
১৩	উপ-পরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট	সদস্য	০১৭১৬ ৩৯৩৯২১
১৪	নির্বাহী প্রকৌশলী	সেচ উইং, বিএডিসি, সিলেট	সদস্য	০১৯৯৮৭৭২২৫৬
১৫	জেনারেল ম্যানেজার	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, সিলেট	সদস্য	০১৭৬৯৪০০০৭৬
১৬	জেনারেল ম্যানেজার	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, সিলেট	সদস্য	০১৭৬৯৪০০০৭৭
১৭	জেনারেল ম্যানেজার	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, সুনামগঞ্জ	সদস্য	০১৭৬৯৪০০০৭৫
১৮	জেনারেল ম্যানেজার	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, মৌলভীবাজার	সদস্য	০১৭৬৯৪০০০৪৯
১৯	জেনারেল ম্যানেজার	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, হবিগঞ্জ	সদস্য	০১৭৬৯৪০০০৩৩

কমিটির কার্যপরিধিঃ

- কমিটি তাঁহাদের আওতাধীন এলাকার জন্য গ্রীড উপকেন্দ্রসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করিবে।
- গ্রীড উপকেন্দ্রের আওতাধীন সকল ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রসমূহের লোড চাহিদার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে লোড বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।
- সেচ কাজকে অগ্রাধিকার দিয়া লোড বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।
- লোড শেডিং-এর ক্ষেত্রে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রভিত্তিক লোডশেডিং-এর উপর জোর দিয়া প্রয়োজনীয় লোডশেডিং করিতে হইবে।
- লোডশেডিং এর কর্মসূচী স্থানীয়ভাবে প্রচার করিয়া গ্রাহকদের আগাম জানাইয়া দিতে হইবে এবং সেই কর্মসূচী অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করিতে হইবে।
- মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করিতে হইবে।
- অফ-পিক সময়ে (রাত ১১:০০ ঘটিকা হতে সকাল ০৭:০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সেচ পাম্প চালানোর জন্য গ্রাহকবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে।
- এলাকাভিত্তিক সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ রোটেশন পদ্ধতি এবং কৃষিবিভাগের Wet & Dry Method চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।
- জরুরী প্রয়োজনে দিনের বেলায় শহর এলাকায় (অফ-পিক আওতারে), এলাকাভিত্তিক লোড শেডিং করিয়া সেচ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করিতে হইবে।
- আঞ্চলিক কমিটি আড্ডার ত্রিকোয়েশী স্তরের বিষয়টি লোকাল পিজিসিবি'র কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- যে কোন সমস্যার সৃষ্টি হইলে আঞ্চলিক কমিটি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করিবার চেষ্টা করিবে, প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনাপূর্বক সমাধান করিতে হইবে।

স্বাক্ষরিত

(প্রকৌঃ মোহাম্মদ আবদুল কাদির)

প্রধান প্রকৌশলী

বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, সিলেট



বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
Bangladesh Power Development Board

প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর
বিতরণ কুমিল্লা অঞ্চল,
বিউবো, কুমিল্লা।
E-mail: ce_comilla@yahoo.com

স্মারক নং-২৭.১১.১৯০০.৮০৯.১৪.০০৯.২১/৯০২

তারিখ: ১৯/১০/২০২১ খ্রিঃ

“দপ্তরাদেশ”

আসন্ন ২০২২ সেচ মৌসুমে মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় (বিদ্যুৎ বিভাগ) এর স্মারক নং-২৭.০৫২.০৩০.০০০০.০০১.২০০৯-৮৭৭, তারিখ ১৫/১১/২০১০ ইং এর প্রেক্ষিতে ২৪/১১/২০১০ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং বিদ্যুৎ বিভাগের স্মারক নং-২৭.০৫২.০১০.০০.০০.০২১.২০১০ (অংশ-১)-৬৪৭ তাং ০২/০৯/২০১০ মোতাবেক কুমিল্লা অঞ্চলের জন্য নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে আঞ্চলিক লোড ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হইল।

ক্রঃ	কর্মকর্তার পদবী	দপ্তর/ সংস্থার নাম	কমিটির পদবী	ফোন/ মোবাইল নম্বর
১	প্রধান প্রকৌশলী	বিতরণ কুমিল্লা অঞ্চল, বিউবো, কুমিল্লা	আহবায়ক	০৮১-৬২৯৯৯/০১৮১৯-২৪৯৬৯৫
২	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	গ্রীড সার্কেল, পিজিসিবি, কুমিল্লা	সদস্য	০৮১-৬২৬০০/ ০১৭১১-৬৪৪৮০৫
৩	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	প ও স সার্কেল, বিউবো, নোয়াখালী	সদস্য	০১৩১৩-০৯৬১৪৫
৪	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পরিবো, কুমিল্লা	সদস্য	০৮১-৬৫৩৪৪/ ০১৭১১৩৭৭২৭০
৫	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	জেলা প্রশাসক, ফেনী এর প্রতিনিধি	সদস্য	০৩৩১-৬২৮০৪
৬	সকল নির্বাহী প্রকৌশলী	বিতরণ কুমিল্লা অঞ্চল, বিউবো, কুমিল্লা	সদস্য	-
৭	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	কুমিল্লা পবিস-২	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০২২
৮	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	বি-বাড়ীয়া পবিস	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০১০
৯	জেনারেল ম্যানেজার	কুমিল্লা পবিস-১/৩/৪	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০২১/ ০১৭৬৯-৪০০০৩৩/ ০১৭৬৯-৪০২১৭৩
১০	জেনারেল ম্যানেজার	চাঁদপুর পবিস-১/২	সদস্য	০১৭৬৯৪০০০১৬/০১৭৬৯৪০২১৫১
১১	জেনারেল ম্যানেজার	নোয়াখালী পবিস	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৬২
১২	জেনারেল ম্যানেজার	লক্ষীপুর পবিস	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৪৪
১৩	জেনারেল ম্যানেজার	ফেনী পবিস	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০২৯
১৪	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক নোয়াখালী এর প্রতিনিধি	সদস্য	-
১৫	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক বি-বাড়ীয়া এর প্রতিনিধি	সদস্য	০৮৫১-৫৭৭১৮
১৬	সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট	জেলা প্রশাসক চাঁদপুর এর প্রতিনিধি	সদস্য	০৮৪১-৬৩৫০৫
১৭	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক লক্ষীপুর এর প্রতিনিধি	সদস্য	০৩৮১-৫৫৪৪০
১৮	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক কুমিল্লা এর প্রতিনিধি	সদস্য	০৮২১-৬০০১৬
১৯	সকল আঞ্চলিক প্রকৌশলী	বিতরণ কুমিল্লা অঞ্চল, বিউবো, কুমিল্লা	সদস্য	-

কমিটির কার্যপরিধিঃ

- ১। কমিটি তাহাসের আওতাধীন এলাকার জন্য গ্রীড উপকেন্দ্র সমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করিবেন।
- ২। সেচ কাজকে অগ্রাধিকার দিয়া লোড বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- ৩। লোড শেডিং এর ক্ষেত্রে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র, ৩৩ কেভি ফিডার ও ১১ কেভি ফিডার ভিত্তিক প্রয়োজনীয় লোড শেডিং করিতে হইবে।
- ৪। লোড শেডিং এর কর্মসূচী স্থানীয়ভাবে প্রচার করিয়া গ্রাহকদের আগাম জানাইয়া নিতে হইবে এবং সেই অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে।
- ৫। মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করিতে হইবে।
- ৬। অফ-পিক সময়ে (রাত ১১:০০ ঘটিকা হইতে সকাল ০৭:০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সেচ পাম্প চালানোর জন্য গ্রাহকবৃন্দকে অনুপ্রণীত করতে হবে। এতদবিষয়ে পবিসের সকল মহা-ব্যবস্থাপক, বিউবো'র সকল নির্বাহী প্রকৌশলীগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করিতে হইবে।
- ৭। প্রয়োজনে দিনের বেলায় শহর এলাকায় (অফ-পিক আওয়ারে) এলাকা ভিত্তিক লোড শেডিং করিতে হইবে।
- ৮। অঞ্চল ভিত্তিক কমিটি আডার ফ্রিকোয়েন্সি রীলের বিষয়টি পিজিসিবি'র স্থানীয় কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- ৯। যেকোন সমস্যার সৃষ্টি হইলে নিজেসই আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করিবার চেষ্টা করিবেন, প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনাপূর্বক সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

স্বাক্ষরিত

প্রধান প্রকৌশলী

বিতরণ কুমিল্লা অঞ্চল, বিউবো, কুমিল্লা।



বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
Bangladesh Power Development Board

স্মারক নং-২৭.১১.১৫০০.৭২৯.০২.৩০৭.২১-৪৫৭

প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর
বিতরণ দক্ষিণাঞ্চল
শেখ মুজিব রোড, আমাবাস বা/এ,
বিদ্যুৎ ভবন (২য় তলা), বিউবো, চট্টগ্রাম
ফোন নং- ০৩১-৭১২২০০
E-mail: pdbcrg@yahoo.com
তারিখ: ১৫/১২/২০২১খ্রিঃ

“দপ্তরদেশ”

আসন্ন ২০২২ সেচ মৌসুমে সেচ কাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিতরণ দক্ষিণাঞ্চল, বিউবো, চট্টগ্রাম এর জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আঞ্চলিক লোড ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হল।

ক্র	প্রতিনিধির নাম ও পদবী	সংস্থার নাম	কর্মটির পদবী	মোবাইল/ ফোন নম্বর
১	জনাব বেওয়ান সানিমা বানু প্রধান প্রকৌশলী	বিতরণ দক্ষিণাঞ্চল, বিউবো, চট্টগ্রাম।	আইসিও	ফোন: ০৩১-৭১২২০০, মোবাইল: ০১৮১৯-৩১৩৭৩৭
২	জনাব মোঃ কামেল উদ্দীন আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পওস সার্কেল, রাঙ্গামাটি বিউবো, রাঙ্গামাটি।	সদস্য	ফোন: ০৩১-৬২২৯৮, মোবাইল: ০১৮১১-৪২০৫৩১
৩	জনাব মোহাম্মদ ইমাম হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পওস সার্কেল, চট্টমেটা (পূর্ব) বিউবো, চট্টগ্রাম।	সদস্য	ফোন: ০৩১-৭১৪৪১২, মোবাইল: ০১৭৭৭-৭৬০০২৯
৪	জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম দুলা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পওস সার্কেল, চট্টমেটা (পশ্চিম) বিউবো, চট্টগ্রাম।	সদস্য	ফোন: ০৩১-৭২৫৭৫৪, মোবাইল: ০১৭১০-৮৫০০২২
৫	জনাব শেখ মোঃ মাহফুজুল হক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পওস সার্কেল, চট্টগ্রাম (উত্তর) বিউবো, চট্টগ্রাম।	সদস্য	ফোন: ০৩১-৭২১৪০১, মোবাইল: ০১৭১৫৫-৬৩৫১১০
৬	জনাব উজ্জ্বল কুমার মোহন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পওস সার্কেল, চট্টগ্রাম (দক্ষিণ) বিউবো, চট্টগ্রাম।	সদস্য পরিচালক	ফোন: ০৩১-৭২০১৯১, মোবাইল: ০১৭৭৭-৭৬০০৩৪
৭	জনাব জাপস কুমার তৌফিক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	ব্রীড সার্কেল, পিডিসিবি, চট্টগ্রাম।	সদস্য	ফোন: ০৩১-৭১৩২৯৬, মোবাইল: ০১৭১১-৬৩৬০৭৯
৮	জনাব ডু. মাহমুদ উল্লাহ মাকসুদ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	চট্টগ্রাম।	সদস্য	ফোন: ০৩১-৬২০৭৯৯, মোবাইল: ০১৭৩৩-৩৫৪৩১২
৯	জনাব জাহিদ ইকবাল অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সর্বিক)	কক্সবাজার	সদস্য	ফোন: ০৩৪১-৬৩২৯৫, মোবাইল: ০১৮৭২-৬১৫১০২
১০	জনাব খালদ সরকার নির্বাহী প্রকৌশলী	বিবি-খাগড়াছড়ি, বিউবো, খাগড়াছড়ি।	সদস্য	ফোন: ০৩৭১-৬১০৭২, মোবাইল: ০১৭৫৫-৫৮৩০২৯
১১	জনাব মুহাম্মদ আবদুল কাদের খান নির্বাহী প্রকৌশলী	বিবি কক্সবাজার, বিউবো, কক্সবাজার।	সদস্য	ফোন: ০৩৪১-৬৩৪৯৬, মোবাইল: ০১৭৫৫-৫৮৩০১৭
১২	জনাব ইসমাঈল হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী	বিবি পটিয়া, বিউবো, চট্টগ্রাম।	সদস্য	ফোন: ০৩০৫-৫৬৪৮৪, মোবাইল: ০১৭৫৫-৫৮৩০২২
১৩	জনাব ডা. ক.এম মোস্তাফিজুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী	স্বাস্থ্য পরিচালন বিভাগ বিউবো, চট্টগ্রাম।	সদস্য	ফোন: ০৩১-৭২১৮২২, মোবাইল: ০১৭৫৫-৫৮৩০৩৬
১৪	জনাব নাওয়াজ আহমেদ খান নির্বাহী প্রকৌশলী	বিবিবি হাটখাজুরী, বিউবো, চট্টগ্রাম।	সদস্য	ফোন: ২৬০১-১২১, মোবাইল: ০১৭৫৫-৫৮৩০১৫
১৫	জনাব ফয়জুল আলীম আলো নির্বাহী প্রকৌশলী	বিবিবি মোহরা, বিউবো, চট্টগ্রাম।	সদস্য	ফোন: ০৩১-৬৭২২৮০, মোবাইল: ০১৭৫৫-৫৮৩০১৬
১৬	জনাব সৈয়দ আমীর হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী	বিবি-বান্দরবান, বিউবো, বান্দরবান।	সদস্য	ফোন: ০৩৬১-৬৩৫৮২, মোবাইল: ০১৭৫৫-৫৮৩০৩৫
১৭	জনাব মোঃ জালাল উদ্দীন নির্বাহী প্রকৌশলী	বিবি-রাঙ্গামাটি, বিউবো, রাঙ্গামাটি।	সদস্য	ফোন: ০৩৫১-৬৩৩৩০, মোবাইল: ০১৭৫৫-৫৮৩০২৫
১৮	জনাব মোতাহার হোসেন কুইয়া নির্বাহী প্রকৌশলী	সিস্টেম অপারেশন ওয়ার্কসিপ বাণবিহার, চট্টগ্রাম।	সদস্য	ফোন: ০৩১-৭৫১৮০৮, মোবাইল: ০১৯৯২-৯৪৫৯১৫
১৯	জনাব মোঃ আবুলক্বালাম উপ-পরিচালক	কৃষি সম্প্রদায় অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।	সদস্য	ফোন: ০৩১-৭২০৮৫১ মোবাইল: ০১৮১৫-২৪৩৭০০
২০	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার চট্টগ্রাম পবিস-১/২/৩, কক্সবাজার।	পট্টা বিদ্যুৎ সমিতি, চট্টগ্রাম/কক্সবাজার	সদস্য	মোবাইল: ০১৭৬৯-৪০০০১৮/ ০১৭৬৯-৪০০০১৯/০১৭৬৯- ৪০০০২০/০১৭৬-৯৪০০২৩

কমিটির কার্যপরিধিঃ

- ১। কমিটি তাদের আওতাধীন এলাকার উৎস গ্রীড উপকেন্দ্রসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন।
- ২। গ্রীড উপকেন্দ্রের আওতাধীন সকল ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র সমূহের লোড চাহিদার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে লোড বরাদ্দের ব্যবস্থা করবেন।
- ৩। সেচ কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে লোড বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ৪। সেচ চলাকালীন সময়ে (রাত ১১ টা হতে সকাল ৭ টা) নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- ৫। যেকোন মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের কর্মসূচী স্থানীয়ভাবে প্রচার করে গ্রাহকগণকে আগাম জানিয়ে দিতে হবে এবং সেই কর্মসূচী অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- ৬। মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- ৭। অফ-পিক সময়ে (রাত ১১:০০ ঘটিকা হতে সকাল ০৭:০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সেচ পাম্প চালানোর জন্য গ্রাহকবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। এ বিষয়ে পবিসের সকল মহা-ব্যবস্থাপক ও আবাসিক প্রকৌশলীগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন।
- ৮। এলাকাভিত্তিক সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ রোটেশন পদ্ধতিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ৯। প্রয়োজনে দিনের বেলায় শহর এলাকায় (অফ-পিক আওয়ারে) এলাকা ভিত্তিক লোড শেডিং করতে হবে।
- ১০। আঞ্চলিক ভিত্তিক কমিটি পিজিসিবি লিঃ এর কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনার মাধ্যমে আন্ডার ট্রান্সমিশ্যন রিসে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ১১। যেকোন সমস্যার সৃষ্টি হলে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করবেন, প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাপূর্বক সমস্যার সমাধান করতে হবে।

স্বাক্ষরিত
(প্রকৌঃ দেওয়ান সামিনা বানু)
প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ দক্ষিণাঞ্চল, বিটবো, চট্টগ্রাম



নবনির্মিত চট্টগ্রাম পাওয়ার প্ল্যান্ট



নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড

Northern Electricity Supply Company Limited

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, বিতরণ অঞ্চল, নেসকো লিঃ, রাজশাহী

e-mail: ce.rajshahi@nesco.gov.bd

স্মারক নং-২৭.২৯.০০০০.০০৫.৩৫.২১.৬৬৪

তারিখ: ২১/১০/২০২১ খ্রিঃ

“দণ্ডরাদেশ”

আসন্ন সেচ মৌসুমে ২০২২-তে জোনের সর্বত্র সুষ্ঠু ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে প্রতিটি সার্কেলে গঠিত কমিটি এবং আঞ্চলিক কমিটির কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য সমন্বয় শাখা-২ বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও ধনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং-২৭.০৫২.০৩০.০০.০০.০০১.২০০৯-৮৭৭ তারিখ-১৫/১১/২০১০ এবং বিদ্যুৎ বিভাগের স্মারক নং-২৭.০৫২.০১০.০০.০০.০২১.২০১০-৮৭৭ তারিখ-১৫/১১/২০১০ এবং বিদ্যুৎ বিভাগের স্মারক নং-২৭.০৫২.০১০.০০.০০.০২১.২০১০ (অংশ-১)-৬৪৭; তারিখ ০২/০৯/২০১০ ইং মোতাবেক রাজশাহী অঞ্চলের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক লোড ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হইল।

ক্রঃ	প্রতিনিধির নাম ও পদবী	সংস্থার নাম	কমিটির পদবী
১	প্রধান প্রকৌশলী	বিতরণ অঞ্চল, নেসকো লিঃ, রাজশাহী	আহবায়ক
২	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	বিএমডিএ, সদর দপ্তর, রাজশাহী।	সদস্য
৩	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-১/২, রাজশাহী	সদস্য
৪	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পিজিসিবি, বগুড়া	সদস্য
৫	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজশাহী জোন, আরইবি, রাজশাহী	সদস্য
৬	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	বগুড়া জোন, আরইবি, বগুড়া	সদস্য
৭	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	এইচভিডিসি সার্কেল ঈশ্বরদী, পাবনা।	সদস্য
৮	সহকারী কমিশনার	বিভাগীয় কমিশনার রাজশাহী এর প্রতিনিধি	সদস্য
৯	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক রাজশাহী এর প্রতিনিধি	সদস্য
১০	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর প্রতিনিধি	সদস্য
১১	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক নাটোর এর প্রতিনিধি	সদস্য
১২	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক পাবনা এর প্রতিনিধি	সদস্য
১৩	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক বগুড়া এর প্রতিনিধি	সদস্য
১৪	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক নওগাঁ এর প্রতিনিধি	সদস্য
১৫	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক সিরাজগঞ্জ এর প্রতিনিধি	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধিঃ

- কমিটি তাঁদের আওতাধীন এলাকার জন্য গ্রীড উপকেন্দ্রসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করিবেন।
- গ্রীড উপকেন্দ্রের আওতাধীন সকল ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রসমূহের লোড চাহিদা ভিত্তিতে আনুপাতিকহারে লোড বরাদ্দের ব্যবস্থা করিবেন।
- কৃষি কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে লোড বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- অফ-পিক (সেচ পিক) সময়ে (রাত ১১:০০ ঘটিকা হতে সকাল ০৭:০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সেচ পাম্প চালানোর জন্য গ্রাহকগণকে অনুপ্রাণিত করিবেন।
- এলাকা ভিত্তিক সেচ পাম্প বিদ্যুৎ সরবরাহ রোটেশন পদ্ধতিতে চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- লোড শেডিং এর ক্ষেত্রে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রভিত্তিক শেডিং এর উপর জোর দিয়ে প্রয়োজনীয় সোডশেড করিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করিবেন।
- বরাদ্দকৃত লোড অনুযায়ী সংস্থাসমূহ লোড ব্যবহার করছে কি-না তা পর্যবেক্ষণ করিবেন।
- মানসম্মত (Quality) বিদ্যুৎ সরবরাহ বিশেষতঃ যথাযথ ভোল্টেজ ও পাওয়ার ফ্যাক্টর যাতে থাকে সে বিষয়ে নিশ্চিত করিবেন।
- সামগ্রিকভাবে উদ্ভূত কোন সমস্যা থাকলে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিতে হইবে।

স্বাক্ষরিত/-

(প্রকৌঃ মোঃ আব্দুর রশিদ)

প্রধান প্রকৌশলী

বিতরণ অঞ্চল, নেসকো লিঃ, রাজশাহী

“অফিস আদেশ”

আসন্ন ২০২২ সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত রংপুর অঞ্চলের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক সোভ ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হল।

ক্রঃ	প্রতিনিধির নাম ও পদবী	সংস্থার নাম	কমিটির পদবী	ফোন ও মোবাইল নং
১	প্রধান প্রকৌশলী	বিতরণ অঞ্চল, নেসকো লিঃ, রংপুর	আইসিও	০১৭১৫-০৪১২৪০
২	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	প ও স সার্কেল-১, নেসকো লিঃ, রংপুর	সদস্য	০১৭৫৫-৫৮৪৮৮৯
৩	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	প ও স সার্কেল-২, নেসকো লিঃ, রংপুর	সদস্য	০১৭০৯-৯৯৬৭৪৯
৪	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	প ও স সার্কেল, নেসকো লিঃ, দিনাজপুর	সদস্য	০১৭৫৫-৮৪৮৮৯০
৫	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	বি.এ.ডি.বি, রংপুর	সদস্য	০১৭১১-৫৮১২১৩
৬	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	বি.এম.ডি.এ, রংপুর	সদস্য	০১৭১২-০৯০৫১২
৭	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	বি.এম.ডি.এ, ঠাকুরগাঁও	সদস্য	০১৭১২-০৫২০৭৬
৮	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	গ্রীড সার্কেল, পিজিসিবি, বগুড়া	সদস্য	০১৭১১-৪৯৫২৬৫
৯	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	আরইবি, রংপুর	সদস্য	০১৭১৫-০৩৩৩৯০
১০	উপ-পরিচালক	সিস্টেম অপারেশন, আরইবি, রাজশাহী	সদস্য	০১৭৮৯-৫৯৭০০৩
১১	প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক	জেলা প্রশাসক, রংপুর	সদস্য	০৫২১-৬২১২১
১২	প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক	জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা	সদস্য	০৫৪১-৬১৫১১
১৩	প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক	জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর	সদস্য	০৫৩১-৬৩৩৬৫
১৪	প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক	জেলা প্রশাসক কৃষ্ণাম	সদস্য	০৫৮১-৬১৩১০
১৫	প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক	জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট	সদস্য	০৫৯১-৬১৩৩৬
১৬	প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক	জেলা প্রশাসক, নীলফামারী	সদস্য	০৫৫১-৬১৩৮৭
১৭	প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক	জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়	সদস্য	০৫৬৮-৬১২৪২
১৮	প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক	জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও	সদস্য	০৫৬১-৫৩৪২৫
১৯	নির্বাহী প্রকৌশলী	এনার্জি অডিটিং বিভাগ, বিডিবি, রংপুর	সদস্য	০১৭৫৫-৫৮২৪১৫
২০	সিনিয়র জিএম	রংপুর পল্টী বিদ্যুৎ সমিতি-১	সদস্য	০১৭৬৯৪০০০৬৯
২১	সিনিয়র জিএম	রংপুর পল্টী বিদ্যুৎ সমিতি-২	সদস্য	০১৭৬৯৪০০০৭০
২২	সিনিয়র জিএম	দিনাজপুর পল্টী বিদ্যুৎ সমিতি-১	সদস্য	০১৭৬৯৪০০০২৬
২৩	জিএম	দিনাজপুর পল্টী বিদ্যুৎ সমিতি-২	সদস্য	০১৭৬৯৪০০০২৭
২৪	জিএম	ঠাকুরগাঁও পল্টী বিদ্যুৎ সমিতি	সদস্য	০১৭৬৯৪০০০৭৯
২৫	জিএম	গাইবান্ধা পল্টী বিদ্যুৎ সমিতি	সদস্য	০১৭৬৯৪০০০৩০
২৬	জিএম	নীলফামারী পল্টী বিদ্যুৎ সমিতি	সদস্য	০১৭৬৯৪০০০৬১
২৭	জিএম	কৃষ্ণাম-লালমনিরহাট পল্টী বিদ্যুৎ সমিতি	সদস্য	০১৭৬৯৪০০০৪২

কমিটির কার্যপরিধিঃ

- ১। কমিটি তাদের আওতাধীন এলাকার জন্য গ্রীড উপকেন্দ্রসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন।
- ২। গ্রীড উপকেন্দ্রের আওতাধীন সকল ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রসমূহের সোভ চাহিদার ভিত্তিতে অনুপাতিকভাবে সোভ বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ৩। সেভ কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে সোভ বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ৪। সোভ শেডিং এর ক্ষেত্রে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ভিত্তিক সোভ শেডিং এর উপর জোর দিয়ে প্রয়োজনীয় সোভ শেডিং করতে হবে।
- ৫। সোভ শেডিং এর কর্মসূচী স্থানীয়ভাবে প্রচার করে গ্রাহকদের আগাম জামিয়ে দিতে হবে এবং সেই কর্মসূচী অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- ৬। মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- ৭। অফ-পিক সময়ে (রাত ১১:০০ ঘটিকা হতে সকাল ০৭:০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সেভ পাম্প চালানোর জন্য গ্রাহকদেরকে অনুপ্রাণিত ও প্রচার প্রচারণা করতে হবে।
- ৮। এলাকাভিত্তিক সেভ পাম্প বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনর্যবস্থা পদ্ধতি এবং কৃষিবিভাগের Wet & Dry Method চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ৯। প্রয়োজনে দিনের বেলায় শহর এলাকায় এলাকাভিত্তিক সোভ শেডিং করে সেভ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- ১০। আঞ্চলিক কমিটি আচার ক্রিয়াকৌশলী স্টীলের বিষয়টি সোলকাল পিজিসিবি'র কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ১১। যেকোন সমস্যার সূত্র হলে আঞ্চলিক কমিটি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করবে, প্রয়োজনে উপরতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাপূর্বক সমাধান করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-

(প্রকৌঃ মোঃ শাহাদাত হোসেন সরকার)

প্রধান প্রকৌশলী

বিতরণ অঞ্চল, নেসকো লিঃ, রংপুর



ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)

WEST ZONE POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED

(An enterprise of Bangladesh Power Development Board)

প্রধান প্রকৌশলী, ওএডএম, এসএডডি এর দপ্তর, বিদ্যুৎ ভবন, বঙ্গরা মেইন রোড, খুলনা-৯০০০।

www.wzpdcl.org.bd, e-mail: ce@wzpdcl.gov.bd

স্মারক নং-২৭.২২.৪৭৮৫.০১০.০৯.০০১.২১-২১৩৬

তারিখ:- ০৩ কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৯ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

"দপ্তরাদেশ"

সেচ মৌসুম, ২০২২ উপলক্ষে খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আঞ্চলিক সেচ কমিটি গঠন করা হলো:

খুলনা অঞ্চল

০১.	জনাব প্রকৌঃ মোঃ আবু হাসান প্রধান প্রকৌশলী, ওএডএম, এস এড ডি, ওজোপাডিকো লিঃ	আহবায়ক	ফোনঃ ০২৪৪১১১৫৭৫ মোবাঃ ০১৭১১-২৯৭৯৬৮
০২.	জনাব মোঃ শামিম হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গ্রীড সার্কেল, পিজিসিবি, খুলনা	সদস্য	ফোনঃ ০৪১-৭৬০৪৩০ মোবাঃ ০১৭৮৭-৬৮০৫০১
০৩.	জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর জোন, আরইবি, যশোর	সদস্য	ফোনঃ ০৪২১-৬৮৮৭৫ মোবাঃ ০১৭১৪-০৮১০৩৬
০৪.	বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগের একজন মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য	-

বরিশাল অঞ্চল

০১.	জনাব প্রকৌঃ মোঃ আবু হাসান প্রধান প্রকৌশলী, ওএডএম, এস এড ডি, ওজোপাডিকো লিঃ	আহবায়ক	ফোনঃ ০২৪৪১১১৫৭৫ মোবাঃ ০১৭১১-২৯৭৯৬৮
০২.	জনাব মোঃ শামিম হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গ্রীড সার্কেল, পিজিসিবি, খুলনা	সদস্য	ফোনঃ ০৪১-৭৬০৪৩০ মোবাঃ ০১৭৮৭-৬৮০৫০১
০৩.	জনাব দীপঙ্কর মন্ডল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল জোন, আরইবি, বরিশাল	সদস্য	ফোনঃ ০৪৩১-৭১২১১ মোবাঃ ০১৭১২-৭৩৬২৮৪
০৪.	বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বিভাগের একজন মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য	-

কমিটির কার্যপরিধিঃ

- ১। কমিটি তাঁদের আওতাধীন এলাকার জন্য গ্রীড উপকেন্দ্রসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন।
- ২। গ্রীড উপকেন্দ্রের আওতাধীন সকল ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রসমূহের লোড চাহিদার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে লোড বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ৩। সেচ কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে লোড বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ৪। লোড শেডিং এর ক্ষেত্রে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ভিত্তিক লোড শেডিং এর উপর জোর দিয়ে প্রয়োজনীয় লোড শেডিং করতে হবে।
- ৫। লোড শেডিং এর কর্মসূচী স্থানীয়ভাবে প্রচার করে গ্রাহকদের আগাম জানিয়ে দিতে হবে এবং সেই কর্মসূচী অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- ৬। যথাযথ ভোল্টেজের মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- ৭। অফ-পিক সময়ে (রাত ১১:০০ ঘটিকা হতে পরদিন সকাল ০৭:০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সেচ পাম্প চালানোর জন্য গ্রাহকদেরকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।
- ৮। এলাকাভিত্তিক সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ রোটেশন পদ্ধতি এবং কৃষি বিভাগের Wet & Dry Method চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ৯। জরুরী প্রয়োজনে দিনের বেলায় শহর এলাকায় (অফ-পিক আওতারে) এলাকা ভিত্তিক লোড শেডিং করে সেচ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- ১০। আঞ্চলিক কমিটি আন্ডার ফ্রিকোয়েন্সী রীলের বিষয়টি লোকাল পিজিসিবি'র কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ১১। যে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে আঞ্চলিক কমিটি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করবেন, প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা পূর্বক সমস্যার সমাধান করবেন।

স্বাক্ষরিত/-
(প্রকৌঃ মোঃ আবু হাসান)
প্রধান প্রকৌশলী
ওএডএম, এসএডডি

সেচ মৌসুমে পল্লী বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অভিযোগ/অনুসন্ধান/তথ্যের জন্য টেলিফোন/মোবাইল নম্বরসমূহ

ক্রম নং	দপ্তর/পবিসের নাম	সেচ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মোবাইল নম্বর	ক্রম নং	দপ্তর/পবিসের নাম	সেচ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মোবাইল নম্বর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর কেন্দ্রীয় সেচ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ : ৮৯০০৫৭৫, ০১৭৯২৬২৩৪৬৭					
১	ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১	০১৭৬৯৪০৪০০১	৪১	পিরোজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৭৫
২	ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২	০১৭৬৯৪০৪০০২	৪২	পটুয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৭৪
৩	ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩	০১৭৬৯৪০৪০০৩	৪৩	ভোলা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৬২
৪	ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪	০১৭৬৯৪০৪০০৪	৪৪	চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১	০১৭৬৯৪০৪০২৫
৫	নারসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১	০১৭৬৯৪০৪০০৫	৪৫	চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২	০১৭৬৯৪০৪০২৬
৬	নারসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২	০১৭৬৯৪০৪০০৬	৪৬	চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩	০১৭৬৯৪০৪০২৭
৭	টাঙ্গাইল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০০৭	৪৭	কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০২৮
৮	কিশোরগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০০৮	৪৮	নোয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০২৯
৯	জামালপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০০৯	৪৯	লক্ষ্মীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৩০
১০	ময়মনসিংহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১	০১৭৬৯৪০৪০১০	৫০	ফেনী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৩১
১১	ময়মনসিংহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২	০১৭৬৯৪০৪০১১	৫১	সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১	০১৭৬৯৪০৪০৩২
১২	ময়মনসিংহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩	০১৭৬৯৪০৪০১২	৫২	সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২	০১৭৬৯৪০৪০৩৩
১৩	মানিকগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০১৩	৫৩	সুনামগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৩৪
১৪	নেত্রকোনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০১৪	৫৪	মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৩৫
১৫	মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০১৫	৫৫	হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৩৬
১৬	শেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০১৬	৫৬	কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১	০১৭৬৯৪০৪০৩৭
১৭	গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১	০১৭৬৯৪০৪০১৭	৫৭	কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২	০১৭৬৯৪০৪০৩৮
১৮	গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২	০১৭৬৯৪০৪০১৮	৫৮	কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩	০১৭৬৯৪০৪০৩৯
১৯	নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১	০১৭৬৯৪০৪০১৯	৫৯	কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪	০১৭৬৯৪০৪০৪০
২০	নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২	০১৭৬৯৪০৪০২০	৬০	চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১	০১৭৬৯৪০৪০৪১
২১	রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০২১	৬১	চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২	০১৭৬৯৪০৪০৪২
২২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০২২	৬২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৪৩
২৩	বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১	০১৭৬৯৪০৪০২৩	৬৩	যশোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি -১	০১৭৬৯৪০৪০৪৪
২৪	বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২	০১৭৬৯৪০৪০২৪	৬৪	যশোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি -২	০১৭৬৯৪০৪০৪৫
২৫	সিরাজগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১	০১৭৬৯৪০৪০২৫	৬৫	সাতক্ষীরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৪৬
২৬	সিরাজগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২	০১৭৬৯৪০৪০২৬	৬৬	মালায়ীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৪৭
২৭	নওগাঁ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১	০১৭৬৯৪০৪০২৭	৬৭	বাংলাবন্দু পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৪৮
২৮	নওগাঁ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২	০১৭৬৯৪০৪০২৮	৬৮	ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৪৯
২৯	জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০২৯	৬৯	মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৫০
৩০	রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১	০১৭৬৯৪০৪০৩০	৭০	মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৫১
৩১	রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২	০১৭৬৯৪০৪০৩১	৭১	কুষ্টিয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৫২
৩২	গাইবান্ধা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৩২	৭২	দিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৫৩
৩৩	কুড়ি-লাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৩৩	৭৩	গোপালগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৫৪
৩৪	দিনাজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১	০১৭৬৯৪০৪০৩৪	৭৪	শরীয়তপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৫৫
৩৫	দিনাজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২	০১৭৬৯৪০৪০৩৫	৭৫	রাঙ্গাবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৫৬
৩৬	বৈশালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৩৬	৭৬	বুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৫৭
৩৭	ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৩৭	৭৭	নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি -১	০১৭৬৯৪০৪০৫৮
৩৮	বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১	০১৭৬৯৪০৪০৩৮	৭৮	নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি -২	০১৭৬৯৪০৪০৫৯
৩৯	বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২	০১৭৬৯৪০৪০৩৯	৭৯	পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি -১	০১৭৬৯৪০৪০৬০
৪০	কালকাঠি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১৭৬৯৪০৪০৪০	৮০	পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি -২	০১৭৬৯৪০৪০৬১



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়



আসন্ন সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সম্মানিত
বিদ্যুৎ গ্রাহকগণের প্রতি আহবান

সম্মানিত গ্রাহকগণকে আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত এক যুগে বিদ্যুৎ খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে যার সুফল জনগণ ভোগ করছে। বর্তমানে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন সক্ষমতা বেশী থাকা সত্ত্বেও জ্বালানির সরবরাহ জনিত কারণে পিক আওয়ারে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিস্রাট দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে ময়মনসিংহ ও উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি সরবরাহ বা বিদ্যুৎ সঞ্চালন/বিতরণ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে লো ভোল্টেজের ফলে কখনও কখনও বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে। আসন্ন সেচ মৌসুমে এরূপ পরিস্থিতি এড়ানোর লক্ষ্যে গ্রাহকগণের সহযোগিতা কামনা করে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

- দুর্ঘটনা এড়িয়ে সেচ পাম্প নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে রাত ১১টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত সেচ পাম্প চালু রাখুন।
- দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে হকিং বা অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে বিরত থাকুন।
- নিম্নহারে বিদ্যুৎ বিল সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে দোকান, শপিং মল, পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনে অতিরিক্ত বাতি ব্যবহারে বিরত থাকুন।
- বেআইনীভাবে ইঞ্জিবাইক ও মটর চালিত রিক্সার ব্যাটারি চার্জিং থেকে বিরত থাকুন।
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়েট এন্ড ড্রাই পদ্ধতিতে সেচ কাজ সম্পাদন করুন।
- সর্বোপরি বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হউন। এতে আপনার লাভ তথা দেশের লাভ।

বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/ কোম্পানিসমূহের কেন্দ্রীয় অভিযোগ কেন্দ্রের ফোন / হটলাইন নম্বর

সংস্থা/কোম্পানির নাম	অভিযোগ/হট লাইন নম্বর
বিউবো	০১৭০৮-১৪৯৫০২
পবিবো	০২-৮৯০০৫৭৫
ডিপিডিসি	১৬১১৬
ডেসকো	১৬১২০
নেসকো	১৬৬০৩
ওজোপাডিকো	১৬১১৭

এছাড়া বিদ্যুৎ সম্পর্কিত অভিযোগ জানাতে সরাসরি নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

www.complain.mpemr.gov.bd

প্রকাশনা
ও
সম্পাদনা
কমিটি

প্রকাশনা উপদেষ্টা

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

নসরুল হামিদ, এমপি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

মোঃ হাবিবুর রহমান

সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

সম্পাদনায়

মোহাং সেলিম উদ্দিন

চেয়ারম্যান, আরইবি।

সহ-সম্পাদনায়

মোঃ আমজাদ হোসেন

সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), আরইবি।

মুহাম্মদ মতিউর রহমান

সদস্য (সমিতি ব্যবস্থাপনা), আরইবি।

খালেদা পারভীন

নির্বাহী পরিচালক, আরইবি।

মোঃ মহিউদ্দীন

প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও পরিচালন), আরইবি।

বিধান রঞ্জন বৈশ্য

পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উঃ অঃ) পরিদপ্তর, আরইবি।

মোঃ রফিকুল ইসলাম

পরিচালক (চঃ দাঃ), সিস্টেম অপারেশন (কেঃ অঃ) পরিদপ্তর, আরইবি।

গ্রহণা, পরিকল্পনা ও ডিজাইন

মুহাম্মদ খালেদ হোসেন

পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, আরইবি

প্রচারে

জনসংযোগ পরিদপ্তর

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড



৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ৮টি ৩৩/১১ কেভি জিআইএস উপকেন্দ্র
ও
১০ উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন
শুভ উদ্বোধন

২৭ অক্টোবর ১৪২৬, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯
গণতন্ত্র, ঢাকা

আয়োজনেঃ বিদ্যুৎ বিভাগ

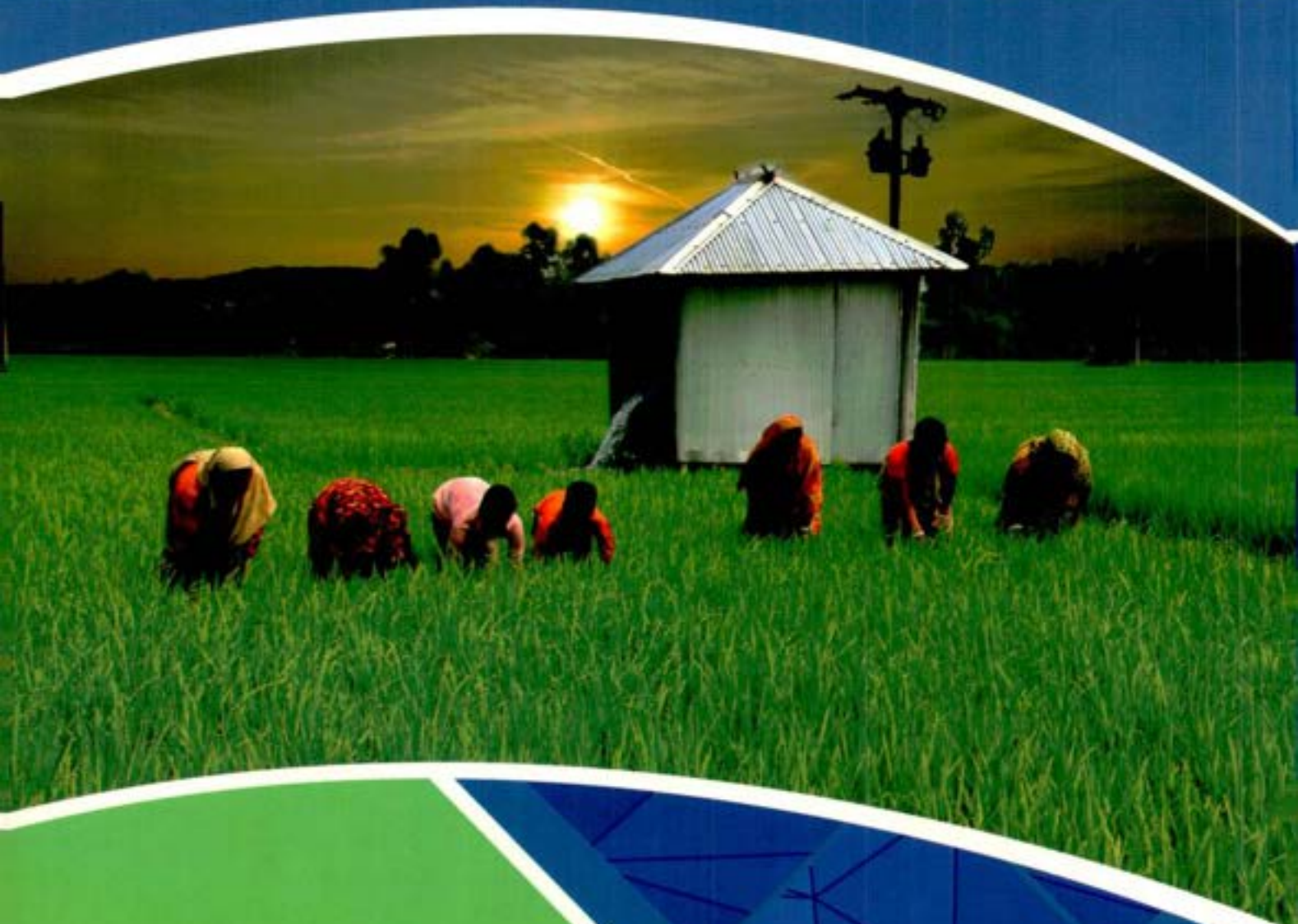


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১০টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়নের শুভ উদ্বোধন।



বাপবিবোর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আর্থিক সহায়তার বিষয়ে চেয়ারম্যান মহোদয়ের সহিত সুইডিশ রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

শেখ হাসিনার
উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ



বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড